

বিরোধীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে

তাদের আমরা শূন্য করে দিয়েছি, হাওড়ার কর্মীসভায় মন্তব্য অরুপের

হাওড়া, ৫ জানুয়ারিঃ স্বাধীনতার পরে আমরাই কোনও দল যারা হাওড়ায় ১৬-০ ফল করে দেখিয়েছি। বিরোধীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আগে সিপিএম হাওড়ায় স্লোগান দিত বি গভেনে থেকে বালি লালে লাল। সেই সিপিএম আজ বাংলা থেকেই শূন্য হয়ে গেছে। বিরোধীদের আমরা শূন্য করে দিয়েছি। রবিবার সকালে হাওড়ার শরৎ সদনে আয়োজিত এক কর্মীসভায় ওই মন্তব্য করেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরুণ রায়। তিনি বলেন, দলের শৃঙ্খলা মেনে নির্দেশ মেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদেশে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস করি। মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে হবে এটাই হবে আমাদের অঙ্গীকার। দলের শৃঙ্খলা মেনে দলের অনুগততা মেনে আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিব্যেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে সকলকে কাজ করতে হবে। দলের সমস্ত কর্মসূচিতে অংশ নিতে হবে।



এটাই হবে আমাদের শপথ। আগামী ১২ই জানুয়ারি মধ্য হাওড়ায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে যে বিবেক সংহতি পদযাত্রার ডাক দেওয়া হয়েছে সর্বশক্তি নিয়ে সমস্ত সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে সেই কর্মসূচিকে সফল করতে হবে। দলের কর্মীরাই দলের সম্পদ। উল্লেখ্য, আগামী ১২ই জানুয়ারী বিবেক সংহতি পদযাত্রা ২০২৫ এর সমর্থনে মধ্য হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আয়োজনে হাওড়ার

শরৎ সদনে রবিবার সকালে ওই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরুণ রায়, হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, হাওড়া সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে হাজারেরও অধিক যুবক এদিনের সভা থেকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসে যোগদান করেন। এদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন মন্ত্রী অরুণ রায়।

ব্যক্তির রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার,তদন্ত

হাওড়া, ৫ জানুয়ারিঃ অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। হাওড়ার রামজাতলায় প্রকাশ্য দিবালোকে রক্তাক্ত অবস্থায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়। ওই ঘটনা থিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় স্থানীয় ভট্টাচার্যপাড়া এলাকায়। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় চ্যাটার্জিহাট থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। তদন্ত শুরু করেছে চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ।

দেশী পাইপগান সহ কার্তুজ উদ্ধার,ধৃত ১

লিলুয়া, ৫ জানুয়ারিঃ দেশী পাইপগান সহ কার্তুজ উদ্ধার, গ্রেফতার ১। আশ্রোয়ঙ্গ সহ ওই দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করেছে হাওড়া সিটি পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে লিলুয়া থানা এলাকার কুন্তুর মাঠ এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা যায়, অভিযুক্তের নাম বিশ্বজিৎ নন্দর ওরফে বিশ্ে (৪০)। বাড়ি লিলুয়ার চামরাইলে। তল্লাশিতে উদ্ধার হয় হয় আশ্রোয়ঙ্গ। ধৃতের কাছ থেকে ২টি দেশী ওয়ান শটার পাইপগান এবং ২টি খালি কার্তুজ উদ্ধার হয়। আশ্রোয়ঙ্গগুলি একটি নাইলনের হাতব্যাগে ছিল। ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করা হয়। অভিযুক্তকে রবিবার হাওড়া জেলা আদালতে তোলা হয়। কোথা থেকে এই অস্ত্র এলো বা কি জন্য সে এই অস্ত্র নিজের কাছে রেখেছিল তা জানার জন্য তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মা সারদার জন্মতিথি উপলক্ষে সামাজিক কর্মকাণ্ড হাওড়ায়

হাওড়া, ৫ জানুয়ারিঃ মা সারদার জন্মতিথি উপলক্ষে সামাজিক কর্মকাণ্ড হয়ে গেল হাওড়ায়। শ্রীশ্রীমা সারদার ১৭২তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে চশমা, শ্রবণবস্ত্র, হুইল চেয়ার শিশু খাদ্য ও শিক্ষা সরঞ্জাম প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো মধ্য হাওড়ার সারদামণি এ্যাথলেটিক ক্লাবে। শনিবার সন্ধ্যায় প্রাক রজত জয়ন্তী বর্ষের এই অনুষ্ঠানের মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সূচনা করেন বাগবাজার মায়ের বাড়ির শ্রীমৎ স্বামী ধর্মরূপানন্দ মহারাজ। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরুণ রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, শ্যামল মিত্র, সৌরভ দাস, বাণীব্রত তাঁদার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৫ জানুয়ারিঃ গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যাওয়া বাংলার হাড়ডু খেলাকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হলো উলুবেড়িয়া ১মং রুকের বহিরা অঞ্চলের যোলবাগান্ডা তাজ স্পোর্টিং ক্লাব। দুর্দিন ব্যাপী ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে একাধিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। আট দলীয় নক আউট পাওয়ার বল প্রতিযোগিতা, এবং জমজমাট আট দলীয় নক আউট হাড়ডু খেলা প্রতিযোগিতা এলাকায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলার নিজস্ব খেলা হাড়ডু এলাকা থেকে অবলুপ্ত প্রায়,যোলবাগান্ডা তাজ স্পোর্টিং ক্লাব হাড়ডু প্রতিযোগিতা করে এলাকায় সাদা ফেললো। এছাড়াও ছিল রক্তদান কর্মসূচি। রক্তদান কর্মসূচিতে ৫২জন অংশগ্রহণ করেন রায় মধ্যে বেশিরভাগই ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলা, উল্লেখ্য এলাকায় এই প্রথম রক্তদান শিবির কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল আকবর সেন্খ, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম রায়, যোলবাগান্ডা তাজ স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক লতিফুল রহমান মোল্লা, সভাপতি সেন্খ কলিমদ্দিন সহ অন্যান্য, পরিচালনায় ছিলেন অমল প্রামাণিক।

তৃতীয় ন্যাশেনাল ওপেন ক্যারাটে চাম্পিয়ানশিপের আসর বসল টাকীতে



সৌরভ দাশ, টাকী, ৫ জানুয়ারিঃ রবিস মার্শাল আর্ট অ্যাকাডেমি অফ ইন্ডিয়া র পরিচালনায়,রবিবার তৃতীয় ন্যাশেনাল ওপেন ক্যারাটে চাম্পিয়ানশিপের আসর বসলো টাকীতে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এই চাম্পিয়ানশিপে।

এস.এল.গার্লস হাই স্কুলে আয়োজিত একদিনের এই ক্যারাটে চাম্পিয়ানশিপের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রবিস মার্শাল আর্ট অ্যাকাডেমি অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি মনীষা মুখার্জি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডব্লিউ.এফ.এস.কে.ও র সভাপতি হানসী হাসান এম ইসমাইল।

উপস্থিত ছিলেন ঝাড়খন্ড ডব্লিউ.এফ.এস.কে.ও র প্রধান উজ্জ্বল সিং ও। উপস্থিত ছিলেন রবিস মার্শাল আর্ট অ্যাকাডেমির সহ সভাপতি সিহান ডাই সভাজিৎ দালাল, এদিনের এই টুর্নামেন্টের মূল উদ্যোক্তা রবিস মার্শাল আর্ট অ্যাকাডেমির পৃষ্ঠপোষক কে .ওয়াই.এ .ও.এস.এইচ.আই রবিউল ইসলাম সহ অ্যান্মরা। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমশই প্রসার বাড়ছে ক্যারাটের।

বাচ্চা দের শারীরিক সুস্থতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বর্তমানে ক্যারাটে কে বেছে নিচ্ছেন অনেক অভিভাবক ই। বর্তমানে খ্রীড়া ক্ষেত্রে সম্ভাবনার অনেক টা অংশ জুড়েই রয়েছে ক্যারাটে। ক্যারাটের বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিযোগিতা থেকে দেশ বা আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ক্যারাটের মান উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে। এদিনের শিবিরে উপস্থিত

আত্মঘাতী নবম শ্রেণির ছাত্রী

দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৫ জানুয়ারিঃ এবার বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলো এক নবম শ্রেণির এক ছাত্রী।বাড়িতে অশান্তি চলছিল। যার জেরে মা খানিকটা বকাবকি করেছিলেন। মারধরও করেন বলে অভিযোগ। আর তারপরই ঘর থেকে উদ্ধার হল নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর দেহ। ক্যানিংয়ের জীবনতলা থানা এলাকার এই ঘটনায় পরিবারের ধারণা , বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে ওই ছাত্রী। পরিবার ও প্রতিবেশীদের দাবি, এমন কিছুই হয়নি যাতে মেয়ে আত্মহত্যার মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন্দেরেহ রবিবার ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে পুলিশ। আর এই ঘটনায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া পরিবারে যত ঐ ছাত্রী জীবনতলার সারেক্লাবাদ ইউখোলা হই স্কুলে পড়াশোনা করতো। বাবা সামান্য সবজি চাষ করে কোনওক্রমে সংসার চালান।

তা নিয়ে পরিবারে অশান্তি ছিলো। তার জেরে মা মেয়েকে বকাবকি করেছিলেন।তাকে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ। রবিবার সকালে এনিমে অশান্তির পর ঘর থেকে ছাত্রীকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সকাল থেকেই ঘন কুয়াশার কারণে বন্ধ কাকদ্বীপ লর্ড নান্সার এইট কচুবেড়িয়া ভেসেল পরিষেবা

দূরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ৫ জানুয়ারিঃ সকাল থেকে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢুকে গিয়েছে গোটা এলাকার। আর কুয়াশা জেরে দৃশ্যমানতার অভাবে ফেরি চলাচল বন্ধ। গঙ্গাসাগর মেলা আগেই বন্ধ কাকদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগর যাওয়ার ভেসেল পরিষেবা। ভেসেল পরিসভার বন্ধ থাকার কারণে সমস্যার মধ্যে পড়েছেন নিত্যযাত্রীদেরকে শুরু করে পূর্ণাধীয়া।

রবিবার সকাল থেকেই ঘন কুয়াশা থাকার কারণে দৃশ্যমানতার অভাব রয়েছে যে কারণে কাকদ্বীপ লর্ড নম্বর ৮ থেকে কচুবেড়িয়া ভেসেল ঘাট পর্যন্ত ভেসেল পরিষেবা বন্ধ হয়ে পড়ে। যে কারণেই সকাল থেকেই প্রায় কয়েক হাজার যাত্রী



দাঁড়িয়ে রয়েছে ভেসেল ঘাটে। সামনেই গঙ্গাসাগর মেলা যে কারণে ইতিমধ্যেই বহু পূর্ণাধীয়ারদের আসতেও শুরু করেছে কিন্তু সকাল

থেকেই দৃশ্যমানতার অভাবের কারণেই ভেসেল পরিষেবা এখনো পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে ভেসেল একদিকে যেনম কাকদ্বীপ লর্ড নান্সার ৮

ভেসেল ঘাটে হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষা করছে ঠিক তেমনি গঙ্গাসাগরের কচুবেড়িয়া ভেসেল ঘাটেও মানুষের ভিড়।

ভেসেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যতক্ষণ না পর্যন্ত দৃশ্যমানতা স্বাভাবিক হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভেসেল চালানো সম্ভব নয় হচ্ছে এই অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন নিত্যযাত্রী ও পূর্ণাধীরা। এ বিষয় এক ভেসেল কর্মী, সৌমেন মাইতি তিনি জানান, অন্যান্য দিন ভোর ৫.৩০ মিনিট নাগাদ থেকে ভেসেল পরিষেবা শুরু হয়ে যায় কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতার অভাবে জেরে যাত্রী সাধারণের কথা মাথায় রেখে ভেসেল পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। আবার উন্নতি হলে

ভেসেল পরিষেবা চালু করা হবে। গঙ্গাসাগর মেলার সময় বহু পূর্ণাধীরা গঙ্গাসাগরে আসে। ইতিমধ্যে অনেক পূন্যধীরা ভিড় জমিয়েছে গঙ্গাসাগরে কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে বন্ধ রাখা হয়েছে ভেসেল পরিষেবা।

এ বিষয়ে মানিক মন্ডল নামে এক নিত্যযাত্রী তিনি জানান, ঘন কুয়াশার কারণে বন্ধ ভেসেল পরিষেবা ভেসেল পরিষেবা বন্ধ থাকার কারণে বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি। কচুবেড়িয়া থেকে কাকদ্বীপ যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো নদীপথ ভেসেল পরিষেবা বন্ধ থাকার কারণে অসুবিধার মধ্যে পড়েছি আমরা।

নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মঠের নবনির্মিত নাটমন্দিরের শুভ দ্বারদঘাটন



জি মহারাজ নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করেন এবং ঠাকুরের পায়ে পুষ্পার্ঞ্জলি দিয়ে পূজারতি করেন। এ বিষয়ে নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের পরিচালন সমিতির সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দ জি বলেন দীর্ঘ ৬৬ বছর পর নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠে পদার্পণ করলেন বেলুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দজী মহারাজ। তিনি

গঙ্গাসাগর মেলায় ১২ টি স্পেশাল ট্রেন চলাচলের ঘোষণা রেলের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৫ জানুয়ারিঃ এ বছরের গঙ্গা সাগর মেলা চলাকালীন ইএমইউ ট্রেন চলাচলে একাধিক ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করলো পূর্ব রেল।আর কয়েকদিন পর শুরু হচ্ছে এ বছরের গঙ্গাসাগর মেলা।আর এই গঙ্গাসাগর মেলায় পূর্ণাধীাদের জন্য পূর্ব রেল বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।পূর্ব রেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্য জনসংযোগ অধিকারিক দীপ্তিময় দত্ত বলেন, প্রত্যাশিত ভিড়ের কথা বিবেচনা করে পূর্ব রেল শিয়ালদহ দক্ষিণ ,কলকাতা স্টেশন লক্ষীকান্তপুর ,নামখানা ও কাকদ্বীপ থেকে বিভিন্ন দিকে আগামী ১২ ই জানুয়ারী থেকে ১৭ই জানুয়ারীর মধ্যে ১২ টি গ্যালোপিং ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন চালাবে। এছাড়াও ৩টি প্রতিদিন চলা ইএমইউ লোকালের যাত্রাপথ বর্ধিত করা হচ্ছে। গ্যালোপিং গঙ্গাসাগর মেলা স্পেশাল ট্রেনগুলি বালিগঞ্জ, সোনারপুর, বারুইপুর, লক্ষীকান্তপুর, নিশিচন্দপুর এবং কাকদ্বীপ স্টেশনে থামবে। কলকাতা স্টেশন থেকে ছেড়ে আসা গঙ্গাসাগর মেলা স্পেশাল ট্রেনগুলি কলকাতা ও মারোহাটের মধ্যে সমস্ত স্টেশনে থামবে।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের প্রস্তাব অনুযায়ী আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে ১৬ই জানুয়ারি অবধি কাশীনগর হস্ট স্টেশনে কোনও ট্রেন থামবে না বলে পূর্ব রেল সূত্রের খবর।

চাকরির পরীক্ষার প্রশিক্ষণ দিতে জাঙ্গিপাড়া উত্তরণের উদ্বোধন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, জাঙ্গিপাড়া হুগলি, ৫ জানুয়ারিঃ জাঙ্গিপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তমাল শোভন চন্দ্র এবং রশিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বপন পাত্রের উদ্যোগে এবং রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী মেহাশীষ চক্রবর্তীর সহযোগিতায় আজ জাঙ্গিপাড়া রেলের রশিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হলে জাঙ্গিপাড়া উত্তরণ নামে বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতিতে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী তথা জাঙ্গিপাড়ার বিধায়ক মেহাশীষ চক্রবর্তী। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও শ্রীরামপুর, চন্ডীতলা ১ নম্বর রুকের বিডিও ,চন্ডীতলার সিআই, জাঙ্গিপাড়া থানার ওসি ,জাঙ্গিপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তমাল শোভন চন্দ্র রশিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বপন পাত্রসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জানা গেছে চাকুরিমুখী পরীক্ষার্থীরা এই ,জাঙ্গিপাড়া উত্তরণ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সামান্য খরচের বিনিময়ে ডবলু বিসিএস সিভিল সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ারিং রেলসহ সর্ব ধরনের যুগোপযোগী চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। যেখানে অভিজ্ঞ ডবলু বিসিএস আধিকারিকরা ছাড়াও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেবেন। অনুষ্ঠানে প্রত্যেক বক্তাই বেকার যুবক-যুবতীর দের চাকরির পরীক্ষায় উপযুক্ত হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই প্রকার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ভূয়োগি প্রশংসা করেন।

সংস্কার ভারতীর সহযোগিতায় পাঁচদিন ব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলা

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি ঃ স্বামীজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে হতে চলেছে পাঁচদিন ব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলা। সহযোগিতায় সমাজের প্রদ্বন্ধ সংগঠন সংস্কার ভারতী। জানা গেছে, ১০-১৪ জানুয়ারি সিমলা ব্যায়াম সমিতি ও কালী সিংহী পার্কে স্বামী শিবময়ানন্দ মঞ্চে হবে অনুষ্ঠান। রামকৃষ্ণ মিশন, স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলা-র



মিশনের সহ-সম্প্রদ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গিরিশানন্দ। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন স্বামীজীর পৈতৃক আবাসের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন আইনজীবী অনিন্দ্য কুমার মিত্র, পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা আশিস গিরি, ভারতীয় সংগ্রহশালার সহ-অধিকর্তা সায়েন সত্যজিৎ রায়। সছাড়া ভাষণ দেবেন বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সভাপতি কর্নেল সবাসাচী বাগচী প্রমুখ। ১১ জানুয়ারি সকাল থেকে হবে যুব সম্মেলন, বসে আঁকা প্রতিযোগিতা প্রভৃতি। এছাড়াও থাকছে আলোচনাসভা। বিষয়ঃ স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

সহায়তায়, এমএকেএআইএএস। বক্তা হিসেবে থাকছেন রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টেনারী কলেজ রহতার অধ্যক্ষ স্বামী কমলাস্বানন্দ, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজপাল

ভুয়ো নথি তৈরি করায় ধৃত ২

বনস্পতি দে, সিদ্ধুর হুগলি,৫ জানুয়ারিঃ ধৃতদের নাম গণেশ চক্রবর্তী ও অনির্বাণ সামন্ত। পাকই পাোর্টে জন্ম ভুয়ো নথি তৈরি করার অভিযোগে হুগলির সিদ্ধুর থেকে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ। গণেশ ব্রাহ্মণপাড়া এলাকার বাসিন্দা, অনির্বাণের বাড়ি সিদ্ধুরের গান্ডারপুকুর এলাকায়। বর্ধমান আদালতের নির্দেশে আপাতত ৫ দিনের পুলিশ ফেফাজেতে তারা। অনির্বাণ এরকম করতে পারেন, বিশ্বাস করতে পারছেন না তাঁর প্রতিবেশীরাও। অনির্বাণের মায়ের দাবি, ছেলে আলুর ব্যবসা করেন। একই সঙ্গে প্রাইভেট টিউশন পড়ান। তিনি জানান, ছেলে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড করতেন। কিন্তু সরাসরি তা করতেন না। অন্য লোক দিয়ে করতেন। শুক্রবার রাতে তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। তাঁরাও বলেছেন, এই ছেলে এরকম জল চক্রে যুক্ত থাকবে, তেমনটা হতে পারে না। প্রদীপ পাত্র নামে অনির্বাণের এক প্রতিবেশীর কথায়, ছেলেরা কোনও বদমাশ নেই এলাকায়। কোনও ভাবে ফেঁসে গিয়েছে বলে মনে হয়। গণেশের মা বন্দনা চক্রবর্তী জানান, তাঁর ছেলে এলআইসির কাজ করেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৩৭ সংখ্যা, সোমবার ২১ পৌষ, ১৪৩১

কবিগুরু ব্যোমযান

রবীন্দ্রনাথের বিমান চড়ার অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১-এ দমদম থেকে গেলেন ইরানে। ‘পারস্যর চিঠি’-তে সেই বিমান চড়ার যে অভিজ্ঞতার ছবি ফুটে ওঠে তার এর থেকে ভালো বিবরণ আর কথাও দেখি নি। ‘পারস্যর চিঠি’-র কিছুটা তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক হবে। অসাধারণ ভাষা ছাড়াও খেয়াল করার জিনিস হল, রবীন্দ্রনাথ বেশ বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন কীভাবে হত তখনকার বিমানযাত্রা। রেলের পথ এবং পারস্য উপসাগর সেই গরমের সময় আমার উপযোগী হবে না বলে ওলন্দাজদের বায়ুপথের ডাকযোগে যাওয়াই স্থির হল। পূর্বে আর-একবার এই পথের পরিচয় পেয়েছিলুম লণ্ডন থেকে প্যারিসে। কিন্তু সেখানে যে ধরাতল ছেড়ে উর্শ্বের উঠেছিলুম তার সঙ্গে আমার বন্ধন ছিল আলগা। তার জল-স্থল আমাকে পিছু ডাক দেয় না, তাই নোঙর তুলতে টানাটানি করতে হয় নি। এবারে বাংলাদেশের মাটির টান কাটিয়ে নিজেকে শুভ্রো ভাসান দিলুম, হৃদয় সেটা অনুভব করলে। কলকাতার বাহিরের পল্লীগ্রাম থেকে যখন বেরলুম তখন ভোরবোলা। তারাত্খিত নিমন্ত্র অন্ধকারের নীচে দিয়ে গঙ্গার বেতো হলছল করছে। বাগানের প্রাচীরের গায়ে সুপুরিগাছের তাল দুলছে স্বাভাৱে, লতাপাতা-ঝোপঝাপের বিমিশ্র নিশ্বাসে একটি শ্যামলতার গন্ধ আকাশে ঘনীভূত। গলির মোড়ে নিষুপ্ত বারাদ্নায় খাটিয়া-পাতা পুলিশ-খানার পাশ দিয়ে মোটর পৌছিল বাড়া রাস্তায়। অমানি নতুন কালের কড়া গন্ধ মেলে ধুলো জেগে উঠল, গাড়ির পেট্রোল-বাম্পের সঙ্গে তার সখোত্র আঁখীয়াত। দমদমে উড়ে জাহাজের আছা এ দেখা যায়। প্রকাণ্ড তার কোঁটার থেকে বিজলি বাতির আলো বিচ্ছুরিত। তখনাে রয়েছে বৃহৎ মাঠজোড়া অন্ধকার। সেই প্রদোষের অশ্পষ্টতায় ছায়াশরীরীর মতো বন্ধুদের ও সংবাদপত্রের দূত জমে উঠতে লাগল। সময় হয়ে এল। ডানা ঘুরিয়ে, ধুলো উড়িয়ে, হাওয়া আলোড়িত করে ধ্বংস গর্জনে যদুপক্ষীরাজ তার গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ল খোলা মাঠে। আমি, বউমা, অমিয় উপরে চড়ে বসলুম। ঢাকা রথ, দুই সারে তিনটে করে চামড়ার দেলা-ওয়াল ছয়টি প্রশস্ত কেন্দ্রা, আর পায়ের কাছে আমাদের পথে-ব্যবহার্য সামগ্রীর হালকা বাজ্র। পাশে কাঁচের জানলা। ব্যোমতরী বাংলাদেশের উপর দিয়ে যতক্ষণ চলল ততক্ষণ ছিল মাটির কতকটা কাছাকাছি। পানাপুকুরের চারি ধারে সংস্কৃত গ্রামগুলি ধূসর বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো দ্বীপের মতো খণ্ড খণ্ড চোখে পড়ে। উপর থেকে তাদের ছায়াঘনিষ্ঠ শ্যামল মূর্তি দেখা যায় ছাড়া-ছাড়া, কিন্তু বেশ বুঝবে পারি আসন্ন গ্রীষ্মে সমস্ত তৃণাসবুণ্ড দেশের রসনা আজ শুষ্ক। নির্মল নিরায়য় জলগঞ্জবুঘের জন্য ইন্দ্রদেবের খেয়ালের উপর ছাড়া আর-কারো ‘পরে এই বহু কোটি লোকের যথাচিত ভরসা নেই। মানুষ পশু পাখি কিছু যে পৃথিবীতে আছে সে আর লক্ষ্য হয় না। শব্দ নেই, গতি নেই, প্রাণ নেই; যেন জীববিধাতার পরিত্যক্ত পৃথিবী তালি-দেওয়া চাদরে ঢাকা। সেই উপরে উঠেছে ততই পৃথিবীর রূপবৈচিত্র্য কতকগুলি আড়োঁড় এসে ঠেকল। বিস্মুতনামা প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতিলিপি যেন অজ্ঞাত অক্ষরে কোনো মৃতদেশের প্রান্তর জুড়ে খোদিত হয়ে পড়ে আছে; তার রেখা দেখা যায়, অর্থ বোঝা যায় না। প্রায় দশটা। এলাহাবাদের কাছাকাছি এসে বায়ুয়ান নামবার মুখে ঝুঁকল। ডাইনের জানলা দিয়ে দেখি নীচে কিছুই নেই, শুধু অতল নীলিমা, বাঁ দিকে আড় হয়ে উপরে উঠে আসছে ভূমিরলতা। খোর-রথ মাটিতে ঠেকল এসে; এখানে সে চলে লাফাতে লাফাতে, শঙ্কা খেতে খেতে; অপ্রসন্ন পৃথিবীর সম্মতি সে পায় না যেন। শহর থেকে জায়গাটা দূরে। চার দিকে ধু খু করছে। রৌদ্রস্তম্ভ বিরস পৃথিবী।

বাংলার প্রথম ডাকঘর খেজুরি

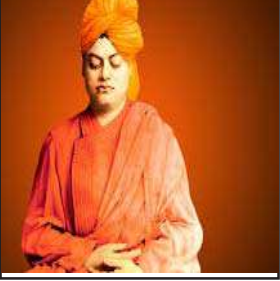
অবহেলায় ভগ্নস্তম্ভ খেজুরির ডাকঘর। চরম উপেক্ষা আর অবহেলা। ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন খেজুরি ডাকঘর আজ ভগ্নস্তম্ভে পরিণত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে স্থাপিত প্রাচীন এই ‘কেডগিরি পোস্ট অফিস’টিকে অনেকই দেশের প্রথম ডাকঘর বলে। তবে সরকারি ভাবে তার স্বীকৃতি জোটেনি। সরকারি উপেক্ষা আর অবহেলায় খণ্ডখণ্ডে পরিণত ডাকঘরের ধ্বংসাবশেষে কান পাড়লে আজও শোনা যায় প্রাচীন খেজুরি বন্দর ও ডাকঘরের আঁতের নানান রোমাঞ্চকর গল্পগাথা। ১৬৬২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্যাপ্টেন জেন্স নামে এক নাবিক সর্বপ্রথম খেজুরিতে ঘাটি গাড়েন। এরপর থেকেই খেজুরি ব্যবসা আর বাণিজ্যের অন্যতম পীঠস্থান হয়ে পড়ে। কোম্পানি বন্দরে অফিস ঘর, এজেন্টদের বসবাসের জন্য বাসস্থান বানায়। জাহাজে যাত্রাতারকারী যাত্রী সাধারণের জন্য বিশ্রামাগার, চার্চ, পাকা ইমারত তৈরি হয়। ধীরে ধীরে খেজুরি একটি সমৃদ্ধ বন্দরে পরিণত হয়। কেডগিরি থেকে ক্যাজুরী, কাদজেরী, গাজুরী খেজুরির নামের বিবর্তন বড়ই বিচিত্র। মোহনা অঞ্চলে নাব্যতা হ্রাসের জন্য কলকাতা পর্যন্ত না গিয়ে ইউরোপ থেকে আসা বড় বড় জাহাজগুলি খেজুরিতেই ঘাটি করত। পরে স্লুপ বা ছোট ছোট জাহাজ বা বজরায় করে মালপত্র নিয়ে যাওয়া হত কলকাতায়। এই বন্দরের সূত্রেই খেজুরিতে গড়ে উঠেছিল প্রথম ডাকঘর। ইউরোপ থেকে আসা চিঠিপত্র ‘কেডগিরি ডাকঘরের’ মাধ্যমেই যাওয়া-আসা করত। দেশের ‘প্রথম’ ডাকঘর। ‘খেজুরির ইতিহাস’ সূত্রে জানা যায়, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে এই ডাকঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮১৭ সাল থেকে ১৮২০ পর্যন্ত কেডগিরি শিপ লোটার পোস্টাল স্ট্যাম্পও ১৮২২ সালে কেডগিরি ডাকঘরে মেটাল স্ট্যাম্প ব্যবহার করা হয়। ১৮৩৭ সাল থেকে ১৮৪১ পর্যন্ত কেডগিরি অ্যান্ড পোস্ট অফিস স্ট্যাম্প ও ১৮৯৪ সালে কেডগিরি ডিস্ট্রিক্ট মিন্টনাপুর স্ট্যাম্প ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। খেজুরি বন্দর থেকে কলকাতা পর্যন্ত প্রতিদিন বিলোত থেকে চিঠিপত্র পৌঁছাত কলকাতায়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



মায়ের ইচ্ছাকে যদি পূরণ করা যায় তাহলে কিন্তু সে জীব সেবার কাজ করে স্বধ্বদ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারে। জীব সেবা পরম ধর্ম বলে

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী



শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিকতা ‘জীবে ঠাকুর করে হেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর’- এই বাণীটি বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি কার কাছ থেকে এই মন্ত্রটি লাভ করেছিলেন সেটা কি কারোর জানা রয়েছে? তিনি এই মন্ত্রটি পেয়েছিলেন মা সারদার কাছ থেকে। মা সারদা তাঁকে বলে দিয়ে গিয়েছিলেন যতদিন বেঁচে থাকবে

ধর্মনিরপেক্ষ এবং জোট নিরপেক্ষ নীতির প্রবক্তা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কূটকৌশলী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু’র মূল্যায়ন করা খুবই প্রয়োজন

রবীন্দ্রকুমার শীল (১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেই পণ্ডিত নেহরুর ওপরে চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি তখন **দিশাহারা**। তার **ধর্মনিরপেক্ষ এবং জোট নিরপেক্ষ নীতি কতখানি সাফল্য করেছিল** তার মূল্যায়ন করার সময় এসে গিয়েছে।**আজকে যখন মৌলবাদী শক্তি মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে এই সময়ে নেহরুর প্রবর্তিত দুই নীতির অভাব ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করছে। তাঁর চিন্তিত্ব এই দুই নীতিকে বলা যেতে পারে ‘নেহরু দর্শন’। এই ‘নেহরু দর্শন’ই স্বাধীন ভারতের পথ হয। সেই পথ ধরেই কী চলতে থাকবে ভাবী কালের ভারত? এ নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।)**

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু’র কথা বলতে গেলে মহাত্মা গান্ধি এবং সুভাষচন্দ্র বোসের কথা এসে পড়ে। তবে পণ্ডিত নেহরু পিতা মতিলাল নেহেরু ইচ্ছা ছিল তাঁর ছেলে একজন দেশনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত লাভ করুক। গান্ধিজি জওহর লাল নেহরু’কে বেশি ভালোবাসতেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তাঁর পিতা মতিলাল নেহেরু গান্ধিজিকে খুবই পছন্দ করতেন এবং গান্ধিজির চলার পথকে তিনি অনুসরণ করার চেষ্টা করে গিয়েছেন আজীবন। পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৪ নভেম্বর ১৮৮৯ সালে মীরগঞ্জের ৭৭ নম্বর বাড়ি তে। এটা এলাহাবাদের কাছেই অবস্থিত ছিল। এলাহাবাদ তখন যুক্ত প্রদেশের রাজধানী। এখন উত্তর প্রদেশের অধীন। প্রয়াগ এর সঙ্গে যুক্ত থেকে এই স্থানটিকে একেবারে মহিমায্য করে তুলেছে। জওহরলালের পিতা মতিলাল নেহরু (১৮৬১-১৯৩১) তখন সিটি কোর্টের আইনজীবী ছিলেন। মাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বসবাস করতেন। এমনকী সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীও থাকতেন। তাঁর প্রথম স্ত্রী একটি সন্তানের জন্ম দিয়ে প্রয়াত হন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর পরিবারকে ঠাণ্ড করে তোলার চেষ্টা করেন। ১৮৫৭ সালে তাঁদের পিতা গঙ্গা ধর (১৮২৭-১৮৬১) দিল্লিতে চলে এসেছিলেন তাঁর, কন্যা এবং দুই পুত্র সন্তান বংশী ধর এবং নন্দ লালকে সঙ্গে নিয়ে। তখন মতিলালের জন্ম হয়নি। ৩৪ বছর বয়সে পিতা গঙ্গা ধর প্রয়াত হওয়ার সময়ে বংশী ধরের বয়স ছিল ১৯ এবং নন্দ লালের বয়স ছিল ১৬। মতিলাল জন্ম গ্রহণ করেন পিতার মৃত্যুর চার মাস পড়ে। গঙ্গা ধরের স্ত্রী তখন এলাকায় জিয়ামাজি বলে পরিচিত ছিলেন। পার্শ্ব কবিতার ওপরে তাঁর খুব দখল

ছিল। তিনি একেবারে ভেঙে পড়েননি। সংসারটাকে আগলে রেখে দিয়েছিলেন। বংশী ধর পরে আইন সংক্রান্ত কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি সংসারে সঙ্গ ত্যাগ করেন। নিজের পথ ধরে চলতে থাকেন। তিনি আবার জ্যোতিষ চর্চায় বিশাসী ছিলেন। পরে তিনি হিমাচল প্রদেশে বসবাস করতে থাকেন। নন্দ লাল সংসার দেখাশুনা করতে শুরু করলেন। তাঁদের মাকে সহযোগিতা করতে থাকেন। রাজপুতানার ক্ষেত্রী রাজ্যে দেওয়ান হয়েছিলেন। পরে তিনি



আগ্রা আদালতের আইনজীবী হন। তারপরে এলাহাবাদে হাইকোর্টে আইনী কাজ করতে শুরু করলে সেখানে তিনি চলে আসেন। গঙ্গা ধরের পূর্ব পুরুষ কাশ্মীরের ব্রিজ বিহার বসবাস করতো। তখন তারা কাউলা বলে সবার কাছে পরিচিত ছিল। কাউলা শব্দের অর্থ হল শক্তি। শক্তির দেবতা। তাঁর ঠাকুরদা রাজ কাউলা দিল্লিতে বসবাস করতেন যখন সম্রাট ফারুকশাহ (১৭১৬) ছিলেন সেই সময়ে একটি খালের কাছে জমি পেয়েছিলেন। তখন সেই খালকে ‘নের’ বলা হতো। তারপর থেকে স্থানীয় বসবাসকারীরা এই পরিবারকে ‘নেহরু’ বলতে শুরু করে। ‘নের’ শব্দ থেকেই ‘নেহরু’ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে গঙ্গা ধর ছিলেন কাতোয়াল দিল্লির। তখন ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই সময়ে কাজী ফাইজুল্লাস, মুইনুদ্দিন হাসান খান, সৈয়দ মুবারক শাহ কোতোয়ালে কাজ করতে শুরু করেছিলেন। তখন কেউ কিন্তু অশান্তিকে দমন করতে পারছিলেন না। গঙ্গা ধর খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম হন। তিনি মোঘল কোর্টে চাপরাশি বা হাজিরদার নিযুক্ত হন। স্বাধীনতার পরে রাম মনোহর লোহিয়া

প্রস্তুত করে করেন। আইনজীবী থেকে শুরু করে তিনি রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠেন। নন্দ লাল ভালো আইনজীবী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। মীরগঞ্জে বসবাস করার সময়ে মতিলালের শারীরিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর প্রথম বিবাহ হয়েছিল একটি জাম্মীর মহিলার সঙ্গে তখন তিনি ওকালতি পরীক্ষায় ভালো ফল করেছিলেন ১৮৮৩ সালে। তারপরে তাঁর প্রথম স্ত্রী মারা গিয়েছিল একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়ে। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী স্বরূপরানী বার পরিবারিক ডাকনাম ছিল ‘খুসু’ তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মা। মুন্সী মুবারক আলি একজন মুসলমান ভ্রাতালোক যিনি বাদাউন অঞ্চলের অভিজাত পরিবারের ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দুই খোড়ার গাড়ি করে প্রমোদ ভ্রমণ করতেন মীরগঞ্জ এলাকায়। আলি জওহরলালকে খুবই পছন্দ করতেন এবং তিনি ছিলেন পণ্ডিত নেহরুর দ্বিতীয় পিতা। তাঁর কাছ থেকেও পিতার মতো আচরণ এবং মেহ লাভ করেছেন। নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে মুবারক আলি তাঁকে আরব্য রজনীর গল্পগুলি বলতেন। ছোটবেলাকার দেখা মতিলালের স্মৃতিতে তিনি মনে ধরে রেখে পেরেছিলেন। ১৯০৫ সালে ২০ অক্টোবর মতিলাল নেহরু তাঁর ছেলে জওহরলাল

থেকে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হতে দেখা যায়। সেই কারণে ভারতের রাজনীতিতে কাশ্মীরের ওপরে জওহরলাল নেহরুর একটা আবেগ কাজ করে গিয়েছে। যার ফলে কাশ্মীরের ব্যাপারে কোণ কড়া বা কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নারাজ

বাংলার পৌষ পার্বন সংক্রান্তি

পৌষ তোসের দাক দিয়েছে সামনে পৌষের সংক্রান্তি, কিন্তু বাধা পোষতে আস্য নেই তাই আগে পরে পিঠে করে খাওয়া গেলেও ওই দিন নিষিদ্ধ। তবে খাওয়া যায় যতদিন বেঁচে ছিলেন ৪০রকমের পিঠে বগলদাবা করে আয়ের মেয়ে জামাই ও গিল্মিকে ওরফে আমাকে খাওয়াতে বর্ধমান থেকে যেন, তবে দুপুরে খেয়ে ফিরে আসতেন সেদিন থাকতেন না, বর্ধমান এ সেদিন ঘুরি মেলা আকাশ জুড়ে। সেই সব হারিয়ে যাওয়া ৪০ রকমের পিঠা পুলি পায়েসকে কলম বন্দী করে জন সমক্ষে পৌঁছে দেওয়ার সুপ্তাংশই আছে দেখা যাক স্বপ্নপূর্ণ এর বিসি কাঠি কবে কালির ছোঁয়া পায়। পৌষের শীতের শনিবার নিরামিষ, ভদ্রমহিলা মিষ্টি তাে দুয়ের কথা কিছুই খেতে পারছেন না মুখে ওষুধ থেকে অর্কটি কারণে। তবে সেদিন প্রায় কাঁদো কাঁদো দশা কারণ এবার তিনি পিঠে পুলি তৈরি করতে পারবেন না শারীরিক অসুস্থতা কারণে, ওনার পতিদের আর কন্যা রত্ন টি খাবে কি ভাবে ভেবেই ব্যাকুল দশা। সেই দেখে ওনার পতিদের কিঞ্চিং আয়োজন করে দিয়েছেন যাতে শরীর এর সাথে সাথে মন ভালো থাকে, রান্না ভেবেই ওনাদের দুজনর মন ভালো থাকে। আজ তাই ক্ষীরের গাটিসাপটা ক্ষীরের মাটপোয়া ছোট আলুর দম মটরগুটি দিয়ে, এবাড়িতে মালপোয়া কেউ আলুর দম ছাড়া খান না। পৌষ পরব। সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আনন্দে থাকবেন। আসলে পৌষ মাস আসলেই আমাদের খুবই মজা হতো। আমরা সেই সময়ে খুবই খুশি থাকতাম। পিছে পুলি খাওয়ার দিন। নলেন গুড়ের সন্দেশ, জিভে গন্ধা, খেজুরের গুড় কার না থেকে ভালো লাগে -**রিয়া পোন্দার**।

ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। কাশ্মীরকে ভারতের মধ্যে রেখে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদাপূর্ণ রাজ্যে পরিণত করার প্রবল ইচ্ছা পোষন করতেন নেহরু তা তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সেখানে পাকিস্তান নাক গলালেও কেন পণ্ডিত নেহরু নিরব হয়ে থাকতেন তার কারণ কেউ বিশ্লেষণ করতে পারেনি। নেহরুর কাশ্মীরের প্রতি দূর্বলাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান কাশ্মীরের ব্যাপারে অব্থা নাক গলিয়েছে যার ফলে কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়নি। আজকে কাশ্মীরের ভূকৌশলগত রাজনীতি একটি বিশাল সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদিও তার আংশিক সমাধান করতে পেরেছে বর্তমান বিজেপি সরকার। তবে সম্পূর্ণ সমাধান করতে বেশ সমস্যা লাগবে বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। মতিলাল ১৮৮৬ সালে ভাইয়ের কথা শুনে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে যোগদান করেন এবং এলাহাবাদে বসবাস করতে থাকেন। ঠিক সেই সময় তাঁর ভাই নন্দলাল প্রয়াত হন। তার ফলে পরিবারের সমস্ত দায়দায়িত্ব এসে পড়ে মতিলালের কাঁয়ে। মতিলাল নেহরুর মানসিক ছিল প্রবল। তিনি সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে ভয় পেতেন না। যার ফলে তিনি সংসারের দায়িত্ব কাঁয়ে নিয়ে তাকে সামাল দিতে পেরেছিলেন। তাঁর মানসিকচর্চাটি ছিল অভিজাত। তার ফলে উচ্চ সমাজের তাঁর অবাধ মেলামেশা বজায় ছিল। আইনী কাজে তিনি ভালো দক্ষতা



ছিলেন। বিশেষ করে আদালতের আদেদন লেখা থেকে শুরু করে অভியুক্তিদের জেরা করে আসল সত্যকে প্রকাশ করতো আসার আগে তিনি সেখানে আধুনিক সংস্কার করেন। সেই বাড়িতে সুইমিং পুল থেকে শুরু করে, সবুজ ঘাসের বিশাল প্রান্ত ও টেনিস কোর্ট পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছিল। অভিজাত ইণ্ডিয়ান হাউসের মতো সেটাকে রূপ দেওয়ার দিকে নজর দিয়েছিলেন মতিলাল। তারপরে মতিলাল সেই বাড়ির নামকরণ করবেন ‘আনন্দ ভবন’ বা ‘সিটি অব জর্জ’। জওহরলাল নেহরুর বয়স

মাত্র এগারো বছর। (তথ্যসূচি : ‘রাইভালরি দ্যাট কস্ট ইন্ডিয়া’, উত্তর তপন চট্টোপাধ্যায়, এইচপি ফ্যামিলিটন লিমিটেড ও ‘দ্য মেনি ফেসেস অব নেহরু’ ড. তপন চট্টোপাধ্যায়, রূপা পাবলিকেশনস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) সবে প্রায় তায় জ্বলন ছিলো তার এমন সক্রৈচিক যে খতম করার এদের সূযোগ তারা ছাড়বে কেন? তবুও হয়তো প্রাণে বেঁচে যেতেন সক্রৈচি, কিন্তু কাঁচ গড়ায় দাঁড়িয়েও বিচারকদের নিয়ে উপহাস করতে বুলালেন না। উল্লেখ্য হেমলক লতার বিপপানে মৃত্যু। সক্রৈচিস নিজেই তার আত্ম পক্ষ সমর্থন করেছিলেন, কঠোর যুক্তি দিয়ে বিচারকদের প্রপ্নবাণে জর্জারিত করেছিলেন বিচারকরা তার একটি প্রশ্নেরও সঠিক কোন উত্তর দিতে পারেনি। মৃত্যুর আগে এতুর একমাস কারাগারে বন্দী ছিলেন তিনি।নিয়ম ছিলো এমন। এই একমাসে কারারক্ষীরাও তার জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে গেলো। তারা তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করতে চাইলো। সক্রৈচিস বিনয়ের সাথে না করে দিলেন। বললেন আজ পালিয়ে গেলে ইতিহাস আমাা কাপুরুষ ভাবে। তিনি মনে করতেন বীরের মতো মৃত্যু অপমানের জীবনের চাইতে শ্রেষ্ঠ বলে। এঁদিন সন্ধ্যায় প্রধান কারারক্ষী চলে যাওয়ার পরে জন্মাদ এলো পোয়াল হাভে, পোয়াল ভর্তি হেমলকদের বাস। সক্রৈচিস জন্মাদকে বললেন কি করতে হবে আমায় বলে দাও। জন্মাদ বললো পোয়ালর পুরোটো বিষ পান করতে হবে। একফোঁটাও নষ্ট করা যাবে না। সক্রৈচিস বললেন তবে তাই হোক। তিজ্ঞ বিষের পুরো পোয়াল তিনি জ্বলের মতো করে পান করে ফেললেন। চারপাশে যেন থাকা শিশুরা ডিংকার করে কাঁদছেন, এমন মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না কেউ! তখন জন্মাদ আরও কঠোর নির্দেশটি দিল। বললো নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে এখন কিছুক্ষণ পায়চারী করতে হবে। যাতে বিষের প্রভাব পুরোটো শরীরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। শুধু জ্ঞান হাসলেন সক্রৈচিস। -**শঙ্করলাল কর্মকার,কলকাতা**।

বিজয়কৃষ্ণ খুনের ঘটনায় পুনে থেকে ধৃত আরও ১

দূরন্ত বার্তা, তমলুক, ৫ জানুয়ারিঃ পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার গোডামহল গ্রামের বিজেপির বুথ সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ ভূঁইয়া খুনের ঘটনায় পুনে থেকে আরও এক জনকে গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ। ধৃত মোহন মণ্ডল ওরফে দামুর বাড়ি বাকচা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোডামহল গ্রামে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এই ঘটনার তদন্তকার নেওয়ার পর এই নিয়ে তিন জনকে গ্রেপ্তার করল এনআইএ। অন্যদিকে ঘটনার তদন্তে নেমে ন’জনকে গ্রেপ্তার করেছিল ময়না পুলিশ। যাদের মধ্য পাঁচ জন ইতিমধ্যে জামিনও পেয়েছে। ২০২৩-এর মে মাসে খুন হন গোডামহল গ্রামের বাসিন্দা ও বিজেপির বুথ সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ ভূঁইয়া। ঘটনার দিন মাদ্যায় দুষ্কৃতীরা তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল, কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তকার শেষ এনআইএ। স্বামীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে ময়না থানায় ৩৪ জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন স্ত্রী লক্ষ্মী ভূঁইয়া। মামলায় নতুন করে নাম জায় আরও কতক জনের। এখনও পর্যন্ত ৪৭ জনের নামে চার্জশিট জমা পড়েছে। চলতি বছর মে মাসে চার সদস্যের এনআইএ দল ঘটনাস্থল ঘুরে দেখার পাশাপাশি পরিবারের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে ময়না গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রসেনজিৎ ভৌমিক বলেন, “আমরা চাই, প্রকৃত দোষীদের শাস্তি হোক। ধৃত মোহন মণ্ডল ওরফে দামু এনআইএ তদন্তকার নেওয়ার পর থেকে গা ঢাকা দিচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এনআইএ তদন্তকারী শূক্ৰবার রাত ৮টা নাগাদ তাকে পুনে থেকে গ্রেপ্তার করে।” এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় পুলিশ ও এনআইএ-র হাতে মোট ১২ জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

ছুটিতে পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে পা পিছলে খাদে! ১৭ বছরের ছেলের মৃত্যুতে শোকস্কন্ধ পরিবার

দূরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৫ জানুয়ারিঃ কাঁজের জন্য গিয়েছিলেন শিলিগুড়িতে। সেখানেই পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন তিনি। তবে কাজের ছুটি থাকায় একদিন ঘুরতে গিয়েছিলেন পাহাড়ে। তখনই মর্মান্তিক পরিণতি। পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে পাহাড় থেকে পড়ে মৃত্যু। এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম আলাইহিম শেখ (১৮)। বাড়ি মুর্শিদাবাদের হরিরহুপাড়া থানার রমনা গ্রামে। পরিবার সূত্রে খবর, পাঁচ মাস আগে রুজি রোজগারের চানে



শিলিগুড়িতে রাজমিস্ত্রির কাজে যান ওই যুবক। শনিবার কাজ বন্ধ থাকায় পাহাড়ে ঘুরতে যান তিনি ওই যুবক তখনই অসাবধানতাবশত পাহাড় থেকে পড়ে যান। মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছতেই কান্না ভেঙে পড়েছে পরিবার পরিজনরা। মৃতের পরিবারের এক সদস্য বলেন, “ওরা সব বন্ধুরা মিলে পাহাড়ে ঘুরতে গিয়েছিল। সেই সময় হঠাৎ করে কীভাবে পড়ে গেছে। মারা গিয়েছে। আমরা ভো ওইখানে ছিলাম না। তাই আর বেশি কিছু বলতে পারব না।” আরও একজন বলেন, “শনিবার গের কাজের ছুটি ছিল। বন্ধুরদের সঙ্গে গিয়েছিল। তখন পা পিছলে পড়ে যায়। সঙ্গে আরও বন্ধু-বান্ধব ছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃত্যু হয়।”

সেতুর নিচে ওটা কী ভাসছে? কাছে যেতেই চোখ কপালে উঠে গেল স্থানীয়দের

দূরন্ত বার্তা, মানবাজার, ৫ জানুয়ারিঃ একদিন আগেই নন্দীগ্রামে জলাশয় থেকে উদ্ধার হয়েছিল এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার দেহ। দেহের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন। যা দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ, কেউ বা কারা খুন করে ফেলা রেখে গিয়েছিল ওই মহিলাকে। যদিও মহিলার পরিচয় নিয়ে তৈরি হয়েছিল ধোঁয়াশা। এরইমধ্যে এবার কার্যত একই ঘটনার প্রতিচ্ছবি পুরুলিয়া। নদীর জলে সেতুর তলায় ভাসতে দেখা গেল মহিলার অর্ধশব্দ দেহ। এখানেও মহিলার পরিচয় জানা যায়। এদিন এই চাঞ্চল্যকর ছবি দেখা যায় পুরুলিয়ার মানবাজার শহরের অদূরে থাকা কৌসাই নদীতে। এদিন সকালে বৃথপুরের কাছে কৌসাই নদীতে একটি সেতুর নিচে প্রথম ওই মহিলার দেহ ভাসতে দেখেন এলাকার বাসিন্দারা। খবর চাউর হতেই ব্যাপক

মমতার জন্মদিনে সেলিব্রেশন মুডে কাজল, কাটলেন কেক, দিলেন ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা

দূরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৫ জানুয়ারিঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন! নতুন বছরের শুরুতেই দিকে দিকে সেলিব্রেশন মুডে



তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। কঞ্চালীতলা মন্দিরে পূজো দিয়ে কেক কাটলেন কাজল শেখ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জ্ঞানার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। দু’বছর বোমা

উদ্ধার, বোমাবাজির মতো ঘটনা ঘটেনি! কিন্তু, এখন কেন হচ্ছে সেই প্রশ্ন তুললেন কাজল! অনুরত ফিরে আসার পর বীরভূমের পরিবর্তিত

মালদায় তৃণমূল কাউন্সিলর খুন, ‘বেপাত্তা’ দুই দুষ্কৃতি, কত মাথার দাম ধার্য করল পুলিশ?

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ জানুয়ারিঃ মালদার ইংরেজবাজারে তৃণমূল কাউন্সিলর দুলাল সরকারের খুনের ঘটনায় বড় ধরনের তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। দুই অভিযুক্ত, কৃষ্ণ রজক ও বাবলু যাদব, যার মধ্যে কৃষ্ণ রজক মালদার বাসিন্দা এবং বাবলু যাদব বিহারের সুপারি কিলার হিসেবে পরিচিত, তারা দুজনেই খুনের মামলায় অভিযুক্ত। ঘটনায় দুটি দুষ্কৃতি নাম উঠে এসেছে, তবে তারা দুজনেই প্রেফতারের ভয় পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। রাজ্য পুলিশ তাদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ২ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এ ঘটনার পর সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক তোলপাড় শুরু হয়েছে। দুলাল সরকারের খুনের বিষয়টি গভীরভাবে তদন্ত করছে পুলিশ, এবং অভিযুক্তদের ধরতে তাদের সবকিছু করতে বলা হয়েছে। দুলাল সরকার হত্যাকাণ্ডটিকে একবারে অকস্মা ঘটে এবং এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক

সৃষ্টি করেছে। অভিযোগ উঠেছে যে, বাবলু যাদবকে বিহার থেকে আনা হয়েছিল এবং তাকে সুপারি কিলার হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছিল। পুলিশ তদন্তে বিশ্বাস করে যে, কৃষ্ণ রজক এবং বাবলু যাদবের মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত শত্রুতা বা



অপরাধমূলক সম্পর্ক রয়েছে, যা এই হত্যাকাণ্ডের কারণ হতে পারে। এই ঘটনায় দুই অভিযুক্তই এখনও পালিয়ে রয়েছে এবং তাদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশ মহল থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ রজকের স্ত্রীর দাবি, তিনি গোটা ঘটনাটি সম্পর্কে কিছু জানতেন না। তবে তার মতে, যদি তারা স্বামী বা অন্য কেউ এই ঘটনা

গরিব মানুষদের হাতে তুলে দেন বন্ধ। ঠিক সময়েই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কঞ্চালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মামন শেখের বাড়ির সামনে বোমাবাজি নিয়েও কথা বলতে দেখা যায় বীরভূম জেলা পরিষদের সভাপিতিকে। প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগেই মামন শেখ তাঁর প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা করেছিলেন। অভিযোগ তুলেছিলেন বোলপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ হান্নিক কাজীর বিরুদ্ধে। তারপরেই বোমাবাজি হওয়ায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। যদিও বোমাবাজির ঘটনা পুরোটাই সাজানো বলে জাবি কাজলের। তার দাবি, পাণ্ডানাদারেরা হামলা করতে পারে এই কারণেই এমন মিথ্যা বোমাবাজির ঘটনা ঘটিয়ে পুলিশের নিরাপত্তা নিতে চাইছেন ওই উপপ্রধান।

ঘটিয়ে থাকে, তাহলে তারা দোষী এবং তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। তিনি জানিয়েছেন, প্রয়োজনে পুলিশকে সাহায্য করার জন্য তিনি প্রস্তুত। এই বক্তব্যে তার মানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে তিনি অপরাধের কঠোর নিন্দা করেছেন এবং স্বামী বা অন্যদের জন্য শাস্তি দাবি করেছেন। এই ঘটনায় মালদা শহরের রাজনৈতিক পরিবেশে চরম উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে অভিযুক্তদের খোঁজে নেমেছে এবং তাদের ধরতে সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। রাজ্য পুলিশ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, ২ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে এবং তারা দোষীদের ধরতে কোনও কিছুর অভাব রাখবে না। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা শুধু একটি হত্যার ঘটনাই নয়, এটি রাজনৈতিক দুষ্কৃতি এবং সুপারি কিলিংয়ের মতো ভয়ানক অপরাধের চিত্র প্রকাশ করছে। এর ফলে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

দামোদরের গর্ভ থেকে বেরলেন সূর্যদেব! পিকনিক গিয়ে ‘অন্য দুনিয়ায়’ পৌঁছলেন সকলে

দূরন্ত বার্তা, রায়না, ৫ জানুয়ারিঃ পিকনিক করতে গিয়েছিলেন। খাওয়া-দাওয়া, হই-হট্টোগোল চলছিল। সেই সময় হঠাৎ দামোদরের পাড়ে দেখা গেল কিছু। দৌড়ে যান সেখানে। বালি থেকে উদ্ধার একটি মূর্তি। পরে জানা গেল, ওই মূর্তিটি বহুপ্রাচীন। সেটি সূর্যের মূর্তি। রবিবার দুপুরের পর মূর্তিটিকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে নিয়ে আসা হয়েছে। আর তারপরই সকলে করাঙে পৌঁছানো তারা। জানা গিয়েছে, পিকনিক করতে গিয়ে দামোদর তীরে এই মূর্তি দেখতে পান কয়েকজন। একটি সূত্রে সেই ছবি চলে আসে মিউজিয়ামের অধিকারিক শ্যামসুন্দর বোরার হাতে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে জানান। রেজিস্ট্রার আবার পুলিশকে খবর দেন।

শ্যামসুন্দর বোরা বলেন, “এটি পাওয়া গিয়েছে দক্ষিণ দামোদর এলাকার হরিপুর গ্রামে। যেটা বর্তমানে নতু পঞ্চায়েত এলাকায় পড়ে। এটিকে



দামোদর নদের গর্ভ থেকে পাওয়া গিয়েছে। পাল-সেন যুগের মূর্তি। দশম-একাদশ শতকের মূর্তি। কম করে এগারোশো বছরের পুরনো এটি। এটি ব্যাসাল্ট পাথর দিয়ে সেই সময় তৈরি করা হয়েছিল।” শ্যাম সুন্দরবাবু

মুকুটমণিপুরে ফিস্টে গিয়ে বাস উল্টে জখম ২০

দূরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৫ জানুয়ারিঃ কলকাতা থেকে মুকুটমণিপুরে পিকনিক করতে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল পর্যটক বোঝাই বড়সড় দুর্ঘটনায় কম-বেশি জখম হন প্রায় ২০ জন। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার ইন্দপুর থানার বাগডিহা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার কসবা থেকে মুকুটমণিপুর যাওয়া বাসটিতে ছিলেন ৬৫ জন। সকালে বাঁকুড়া-খাতড়া রাস্তা সাক ধরে যাওয়ার সময় ইন্দপুরের বাগডিহা এলাকায় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় বাসটি। কাছাকাছি থাকা পুলিশের মোবাইল



ভান দ্রুত পৌঁছায় ঘটনাস্থলে। খবর পেয়ে ইন্দপুর থানা থেকেও যায় অতিরিক্ত পুলিশ। ছুটে আসেন স্থানীয়রাও। এর পর স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের ভিতর থেকে

পর্যটকদের উদ্ধার করে পুলিশ। জখম প্রায় ২০ জনকে নিয়ে যাওয়া হয় ইন্দপুর রক্ত হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ১৫ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ৫ জনকে পাঠানো হয় বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এ দিন আর মুকুটমণিপুরে যাওয়া হয়নি ওই দলটিরা। সকালে তাদের জন্য জল, চা ও টিকিদের বদোবস্ত করে ইন্দপুর থানার পুলিশ। পরে দুর্ঘটনাস্থলের কাছাকাছি ওই বাগডিহাতেই রান্না করে দুপুরের খাবার খান পর্যটকরা। পরে অন্য একটি বাসে তাঁরা রওনা দেন কলকাতার দিকে।

Jiaganj-Azimganj Municipality			
P.O.-Azimganj; Dist.-Murshidabad			
Chairman of J.A Municipality invites open e-Tender as below:-			
Sl. No.	Name of Work	NIT No	Estimate Amount
1.	Construction of Toilet Ward No 13	58/ESTB/J.A.M./2024, Dated: 03.01.2025	Rs. 1032089.00
Last Date of Bid submission			
22/01/2025			
Sd/- Chairman Jiaganj – Azimganj Municipality			
TARAKESWAR MUNICIPALITY			
e-Tender Notice			
The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender for Providing Delineators, Crash barriers, Signages etc of Municipal Road regarding Road Safety Measures within Tarakeswar Municipality.			
Sl. No.	Tender for	e-Bid submission Start Date	e-Bid submission end Date
1.	2025_MAD_794763_1	06.01.2025	22.01.2025
Technical Bid Opening Date			
24.01.2025			
Details information will be available from the website- http://wbetenders.gov.in			
Chairman Tarakeswar Municipality			

‘সোনিয়া গান্ধি না থাকলে মমতা মুখ্যমন্ত্রী হতেন না’ তৃণমূলনেত্রীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বললেন অধীর

দূরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৫ জানুয়ারিঃ আজও মমতাকে বহিষ্কারের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। প্রায় তিন শতক পেরিয়ে গেলেও আফসোস যাচ্ছেই না কংগ্রেস নেতাদের। শনিবার বরীদান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলছিলেন, “সেদিন মমতাকে বহিষ্কার করা ঠিক হয়নি। আজও প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে কংগ্রেসকে।” স্বাভাবিকভাবেই এই মন্তব্যের পর রাজ্য-রাজনীতি তোলপাড়। তৃণমূলও সুযোগ পেয়ে আসরে নেমেছে। কুণাল ঘোষ তো রবিবার সকালেও স্পষ্ট জানিয়েছেন, কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইয়ের স্পিরিটকে মর্যাদা না দিলেও মানুষ তাকে মর্যাদা দিয়েছে। তিনি নতুন দল প্রতিষ্ঠা করে লড়াই করছেন। মানুষ স্বীকৃতি দিয়েছে। বলেন, “যদি কংগ্রেস রাজনীতিতেও দেখেন, অগ্রিয় সতি এই যে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুও কিন্তু অলদাদা দল নিয়ে দলীয় রাজনীতিতে সফল হতে পারেননি। তিনি একজন ঐতিহাসিক বিপ্লবী। স্বাধীনতা সংগ্রামী। কিন্তু সংসদীয় রাজনীতিতে দল গড়ে ব্যর্থ হয়েছেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র সফল। যিনি

দল প্রতিষ্ঠা করে বাম জমানার পতন ঘটিয়েছেন।” তৃণমূল নেতার এহেন মন্তব্যকে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। তাত্খিলোর সুরে বলেছেন, “পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়। এটুকুই মন্তব্য করতে পারি।” শুধু তাই নয়, প্রদীপ ভট্টাচার্যের ‘প্রায়শ্চিত্ত’ মন্তব্যের প্রসঙ্গে পরিষ্কার করে জানান, “ওর ব্যাপারে অলদাদা করে কিছু বলতে পারব না। উনি বরিষ্ঠ নেতা। তাঁর আমলেই মমতা বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। তখন তো আমরা কংগ্রেস দলের সেই জয়গায় ছিলাম না। তাই তারাই ভাল বলতে পারবেন।” ইতিহাস

ঘেঁটে বোঝানোর সুরে অধীর আরও বলেন, “আমার অভিজ্ঞতায় যতটুকু দেখছি, সোনিয়া গান্ধি ২০১১ সালে এই তৃণমূলের সঙ্গে যখন জোটের কথা হচ্ছে, তখন আমাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। আমরা বলেছিলাম যে হ্যাঁ জোট করা দরকার। সেই নির্বাচনে দু’একটা নির্বাচনী ক্ষেত্রে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হয়েছিল। কিন্তু গোটা বাংলা জুড়ে সেদিন সোনিয়া গান্ধির ব্যক্তিগত নির্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সঙ্গে কংগ্রেসের সমঝোতা হয়েছিল। তখন মমতার প্রচারের জন্য কংগ্রেস থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। হেলিকপ্টার বরাদ্দ করা হয়েছিল। সেই মমতাই ‘১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেসের নিধনযজ্ঞে অবতীর্ণ হলেন। রাজীব গান্ধি না থাকলে মমতা, মমতা হতেন না। সোনিয়া গান্ধি না থাকলে মুখ্যমন্ত্রী হতেন না।” অধীরের কথায়, “সামনে রাজসভার ভোট আছে। আজ অনেকের আফসোস হতে পারে। কিন্তু আগামী দিনে ইতিহাস প্রমাণ করবে, মমতা শুধু কংগ্রেস নয়, গোটা বাংলার শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির নিধনযজ্ঞে নেমে বর্বরদের প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন।”

শনি মন্দিরের পাশেই ঘুরছিল ওরা, পুলিশ এসে যা জানল তাতে চমকে গেল

দূরন্ত বার্তা, কল্যাণী, ৫ জানুয়ারিঃ শনিবারের পর ফের প্রেফতার বাংলাদেশ। গতকাল কলকাতা থেকে প্রেফতার হয়েছিলেন এক বাংলাদেশি মহিলা। এবার প্রেফতার আরও দুই বাংলাদেশি। অভিযুক্তদের মধ্যে একজনের নাম প্রণয় জয়ধর (১৮)। অন্যজন মহম্মদ সোহাগ মির (২৩)।

সোহাগ মীর গত চার মাস আগে একইভাবে বলিরাহা থানায় প্রেফতার হয়েছিলেন। জেল থেকে জামিনে ছাড়া পান তিনি। এবার সাপ্তাহিক সময়ে কাম্বীয়ে ছিলেন সোহাগ। সেখান থেকে কল্যাণীতে এসেছিলেন। সেখানেই একটি ভাড়া বাড়িতে নিয়ে ছিলেন। কল্যাণীতে



দু’জনই বাংলাদেশের মাদারিপুরের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, কল্যাণী থানার অন্তর্গত মুরাতিপুরে সুধীর শীলের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন ওই দুই বাংলাদেশি। শনিবার অনুকূল মোড় এলাকার শনি মন্দিরের আশপাশ থেকে ওই দুই বাংলাদেশিকে প্রেফতার করে কল্যাণী থানার পুলিশ। রবিবার তাদের পাঠানো হয় কল্যাণী মহকুমা আদালতে। পুলিশ সূত্রে খবর, মহম্মদ

আসার পর শনিবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের কাছ থেকে কোনও কোনও পাসপোর্ট বা ভারতীয় কোনও কাগজপত্র তাঁরা পাননি উদ্ধার করতে। চোরাপথেই তাঁরা এদেশে পাড়ি দিয়েছে। অভিযুক্তরা কেন বাংলাদেশ থেকে এদেশে পাড়ি দিয়েছেন? কার ধরে আসছেন? কী তাদের আসল উদ্দেশ্য? তা সবটাই জানার চেষ্টা করছে কল্যাণী থানার পুলিশ।

পাঁচ বছর পরও মেলেনি সরকারি প্রকল্পের টাকা

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ জানুয়ারিঃ আবেদনই সার। পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলেও মিলেছে না ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিমের সুবিধা। এমনই অভিযোগ উঠছে জলপাইগুড়িতে। বহু আবেদনকারী পঞ্চায়েতের দোরে দোরে ঘুরেও এখনও টাকা পাননি বলে অভিযোগ। করে টাকা পাওয়া যাবে, তার সঠিক উত্তর দিতে পারছেন না পঞ্চায়েতের প্রধানরা। প্রকল্পের টাকা পাওয়া যাচ্ছে না বলে কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত এই স্কিমের আবেদন নেওয়াই বন্ধ করে দিয়েছে।

Lost gain
I Sumit Ghosh son of Tulu Ghosh, address- 75. 2 no Bangashree pally, post-angshur, district- Hooghly, bhadreswar pin-712221. hereby declare that I have lost my passed certificate, admission card and registration card UID- 6819981 of ISC board, year 2021. AFFIDA-VIT Registration no-24, Chandannagar court.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Director General (Mechanical) Roads, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:	
(1) NIT No. : KMC/ASPH/GG/SM-22/24-25 (1st Call)	
Name of the Work: Improvement of the road surface from G-326, Baghatjan to 29 Phoolbag Road in Ward No. 101, BR-XII, under Road's Mechanical Department. Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 4,72,411.63. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of completion: 21 days.	
(2) NIT No. : KMC/ASPH/GG/SM-23/24-25 (1st Call)	
Name of the Work: Improvement of the road surface from 30 Phoolbag Road to 54, Phoolbag Road in Ward No. 101, BR-XII, under Road's Mechanical Department. Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 4,77,032.75. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of completion: 21 days.	
(3) NIT No. : KMC/ASPH/GG/SM-25/24-25 (2nd Call)	
Name of the Work: Restoration of road surface damaged due to laying of S.W. Pipe and F.W. Pipe at R. P. Plot (from Premises No. 188 to 227) in Ward No. 108, BR-XII, under Road's Mechanical Department. Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 4,52,888.91. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of completion: 21 days.	
(4) NIT No. : KMC/ASPH/GG/SM-28/24-25 (1st Call)	
Name of the Work: Repairing and restoration of Gharampara Road in Ward No. 127, BR-XIV, under Road's Mechanical Department. Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 4,78,271.55. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of completion: 15 days. Last date and time of submission of bid: 15.01.2025 at 12 noon. [For Sl. No. 1 to 4]. Bid opening date and time for technical proposals (online): 17.01.2025 at 12 noon. [For Sl. No. 1 to 4]. The bid forms and other details are available on and from 07.01.2025 after 12 noon. [For Sl. No. 1 to 4].	
(5) NIT No. : KMC/ASPH/GG/KM-06/24-25 (1st Call)	
Name of the Work: Improvement of road surface of Motilal Gupta Road Bye Lane from Premises No. 893/1 Motilal Gupta Road to 339/2/A Kalipada Mukherjee Road (include Premises No. 684, 684F, 115B, 115H) in Ward No. 122, BR-XIII, under Road's Mechanical Department. Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 4,89,806.48. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of completion: 20 days.	
(6) NIT No. : KMC/ASPH/GG/KM-14/24-25 (1st Call)	
Name of the Work: Repairing of road surface from Pathkuotla to Premises No. 42 Shibrampur in Ward No. 127, BR-XIV, under Road's Mechanical Department. Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 4,59,420.50. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of completion: 15 days. Last date and time of submission of bid: 16.01.2025 at 12 noon. [For Sl. No. 5 & 6]. Bid opening date and time for technical proposals (online): 18.01.2025	
at 12 noon. [For Sl. No. 5 & 6]. The bid forms and other details are available on and from 08.01.2025 after 12 noon. [For Sl. No. 5 & 6].	
(7) NIT No. : ASPH/GG/JOC-08/24-25 (1st Call)	
Name of the Work: Improvement of road from 196A, Raipur to Raipur Jorabagan Road Post Office by lowering bituminous surface and other allied civil works in Ward No. 99, BR-X, under Road's Mechanical Department. Estimated Amount (Including GST & CESS): Rs. 4,85,872.43. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of completion: 15 days. Last date and time of submission of bid: 16.01.2025 at 4 p.m. The bid forms and other details are available on and from 08.01.2025 after 6 p.m. The website https://wbtenetenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 7].	
The Executive Engineer (Electrical) LTG/Z-IV, BR-XII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:	
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/226/24-25	
Name of the Work: Installation of Glow Sign Board Ward 102 at different areas in Ward No. 102. Estimated Amount: Rs. 1,69,369.93. Earnest Money: Rs. 3,400.00. Period of completion: 30 days. Last date and time of submission of bid: 15.01.2025 up to 6 p.m. The bid forms and other details are available on and from 03.01.2025, 6 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in	
The Executive Engineer (Electrical) LTG/Z-VI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:	
(1) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/125/27/24-25	
Name of the Work: Installation of Bustee Lighting system by Eco Friendly Energy Saving LED fittings at Netaji Nagar, Sitala Tala, Radhakrishna Mandir bustee areas in Ward No. 125. Estimated Amount: Rs. 2,81,835.00. Earnest Money: Rs. 5,700.00. Period of completion: 15 days.	
(2) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/142/09/24-25	
Name of the Work: Improvement of Bustee Street Lighting system at Patra Para, Bihari Para, Rong Para, Gopal Nagar, Mal Para etc. areas in Ward No. 142. Estimated Amount: Rs. 2,95,512.00. Earnest Money: Rs. 6,000.00. Period of completion: 20 days.	
(3) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/144/14/24-25	
Name of the Work: Supply LED Street Light fittings for replacing Eco Friendly LED Light (Green city Mission Work) at Hanspukur, Babur Bagan, Srichandra Pally etc. areas in Ward No. 144. Estimated Amount: Rs. 4,92,884.00. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of completion: 20 days. Technical bid open date and time: 16.01.2025 at 2 p.m. [For Sl. No. 1 to 3]. Last date and time of submission of bid: 14.01.2025 (6 p.m.) [For Sl. No. 1 to 3]. The bid forms and other details are available on and from 06.01.2025, (4 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].	
1166/24-25	

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

মডেল ও তারকাদের পাশাপাশি ফ্যাশন স্টেটমেন্ট তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে জেন-জিরা

ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সার, মডেল ও তারকাদের পাশাপাশি ফ্যাশন স্টেটমেন্ট তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে জেন-জিরা। বিশ্বব্যাপী ফ্যাশিনিস্তা জেন-জিদেরই বলা হচ্ছে ফ্যাশনের ‘গেম চেঞ্জার’। এই তরুণেরা লাক্সারি ফ্যাশনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা গেয়েছে টেকসই ফ্যাশনের জয়গান।

কোনো গুণ্ডিতে আটকে নেই ফিউশনকে নতুন করে চেনাচ্ছে তরুণেরা। রেট্রো, ভিনটেজ আর ফিউচারিস্টিক উপাদান, সবই রয়েছে এই তরুণদের পোশাকে। জেনজি নতুন করে ট্রেন্ডে এনেছে পলকা ডট, রেট্রো ফুটবল স্ট্রিকার্স, ১৯৪০ দশকের হলিউড গাউন। অন্যদিকে হিপহপ, ধাতব, হুডির সঙ্গে মডার্ন পোশাকও পরছে দেরার। এককথায়, জেনজিদের ফ্যাশন কোন গুণ্ডিতে আটকে নেই। আরেকটি মজার ব্যাপার হলো দেশ



ও সংস্কৃতির বেড়া ভিঙিয়ে বিশ্বব্যাপী এই তরুণ প্রজন্ম প্রায় একই ধরনের পোশাক পরছে। ২০২৪ সালে তরুণেরা টেকসই আর স্টিট ফ্যাশনের পাশাপাশি ভিনটেজ, রেট্রো, ওভারসাইজড ফ্যাশনকে উদযাপন করেছে। তরুণীদের পরনে দেখা গেছে কটেজকোর, করসেট ড্রেস। এমনকি গথিক ফ্যাশনকেও বাদ দেয়নি এই তরুণেরা। জেনজিদের কল্যাণে নেটের লম্বা মোজার চল দেখা যাচ্ছে শহুরে নানা আয়োজনে। ডেনিম বা লেদারের মিনি জ্যাকেট, মিনি কোটিও রয়েছে ট্রেন্ডে। জেনজিরা পোশাকে বো, চেন্নি ও

ফিতার ব্যবহার রেখেছে। জেনজিদের ফ্যাশন কোনো কিছুর ভেতরে আবদ্ধ নেই। মিনি স্কাট আর নানা লেয়ারে কুচি দেওয়া ঘেরওয়ালা কটেজ কোর, দুই-ই তাঁদের কল্যাণে রয়েছে ট্রেন্ডে। নানা রঙের সমাবেশ বা প্রিন্টের বদলে মনোক্রোমই প্রাধান্য পাচ্ছে তরুণদের কাছে।

লিঙ্গনিরপেক্ষ পোশাক জেনজিরা জেভার ফ্লুইড ফ্যাশন



কোকো বাটার ও শিয়া বাটারের মূল কাজ ত্বকের আর্দ্রতার ভারসাম্য বজায় রাখা

শুষ্ক আবহাওয়ায় ত্বকের বন্ধ হয়ে উঠতে পারে কোকো বাটার আর শিয়া বাটার। দুটোই ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে কাজ করে। তাই শীতজুড়েই বেছে নিতে পারেন কোকো বাটার কিংবা শিয়া বাটারসমৃদ্ধ প্রসাধন।

কেন বেছে নেনেন এ ধরনের উপাদান

কোকো বাটার ও শিয়া বাটারের মূল কাজ ত্বকের আর্দ্রতার ভারসাম্য বজায় রাখা। ত্বকের গভীরে পৌঁছে ত্বককে আর্দ্র করে তুলতে পারে এসব উপাদান। ফলে ত্বক হয়ে ওঠে কোমল। রুক্ষ, নিম্প্রাণ ভাব থাকে না। বরং ত্বক দেখায় প্রাণবন্ত। মলিন ভাব চলে গিয়ে ত্বক দেখাবে উজ্জ্বল।

ত্বকের ধরন ও আবহাওয়া বুঝে প্রসাধন

কোকো বাটার আর শিয়া বাটার দিয়ে তৈরি হয় মূলত ক্রিম, লোশন আর সাবান। যাদের ত্বকের প্রকৃতি শুষ্ক, তাঁরা

প্রয়োজন অনুযায়ী বছরের যেকোনো সময়ই শিয়া বাটারসমৃদ্ধ লোশন বা ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন। যাদের ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক, তাঁদের ক্ষেত্রে বছরের যেকোনো সময়ের জন্যই কোকো বাটারসমৃদ্ধ লোশন বা ক্রিম ভালো।

হিম, হিম, শুষ্ক আবহাওয়ায় স্বাভাবিক ত্বকও শুষ্ক ও নিম্প্রাণ হয়ে পড়ে। তাই এমন সময় স্বাভাবিক ত্বকেও শিয়া বাটারসমৃদ্ধ লোশন বা ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে।

ত্বকের কোন অংশে প্রয়োগ করবেন

কোকো বাটার কিংবা শিয়া বাটারের তৈরি প্রসাধন ত্বকের ধরন বুঝে হাতে, পায়ে এবং শরীরের যেকোনো অংশেই ব্যবহার করা যায়। তাতে ত্বক ফেটে যাওয়ার সমস্যা থেকে বাঁচবেন। এ ধরনের প্রসাধনী অনায়াসে মুখেও ব্যবহার করতে পারবেন। গোড়ালি ফাটার



সমস্যা সমাধানে কোকো বাটারের তৈরি ক্রিম দারুণ কার্যকর।

আরও যা

কোকো বাটার কিংবা শিয়া বাটারসমৃদ্ধ প্রসাধনী প্রয়োগ করার সবচেয়ে ভালো সময় রাত। ঘুমাতে যাওয়ার আগে। তাতে সারা রাত ত্বক থাকে সুরক্ষিত। সকালে উঠে আপনি পাবেন প্রাণবন্ত, মসৃণ ত্বক। বাইরে যাওয়ার সময় এ ধরনের প্রসাধন প্রয়োগ করতে নেই। তাতে ত্বকে ধূলবালু আটকে যাওয়ার ঝুঁকি

বেশি থাকে। এ থেকে ত্বকে ফুসকুড়ি বা ব্রণও হতে পারে। নিয়ম মেনে, ত্বকের ধরন বুঝে যেকোনো বয়সেই কোকো বাটার কিংবা শিয়া বাটারসমৃদ্ধ প্রসাধন ব্যবহার করতে পারেন। তাতে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি নেই। তবে ত্বকের পুষ্টি জোগাতে এই দুই উপকরণের কোনোটিরই আলাদাভাবে খুব একটা ভূমিকা নেই। তাই এগুলো দিয়ে প্যাক তৈরি করে তেমন উপকার পাওয়া যায় না।

আটকদের মুক্তির বিষয়ে কাতারে হামাসের সঙ্গে আবার আলোচনা শুরু

গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং আটকদের মুক্তির বিষয়ে কাতারে হামাসের সঙ্গে আবার আলোচনা শুরু হয়েছে বলে শনিবার জানিয়েছে ইসরায়েল। এদিকে যুদ্ধবিরতি আলোচনার মধ্যেই গাজায় নতুন করে বোমাবর্ষণে ৩০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন উদ্ধারকর্মীরা। গাজার বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শনিবার ভোরে গাজা নগরীর আল-গোউলা পরিবারের বাড়িতে বিমান হামলায় ১১ জনের নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সাতটি শিশুও রয়েছে। গাজায় ইসরায়েলের চলমান হামলার মধ্যেই দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাজ কাতারে হামাসের সঙ্গে আটকদের মুক্তির বিষয়ে আলোচনা পুনরায় শুরু হওয়ার খবর জানিয়েছেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজার সশস্ত্র সংগঠন হামাস ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামলা চালিয়ে প্রায় ১



হাজার ২০০ মানুষকে হত্যা করে। আটক করে নিয়ে যায় আরও প্রায় আড়াই শ জনকে। কাংজের কার্যালয় থেকে বলা হয়, হামাসের হাতে জিম্মি ইসরায়েলের নারী সেনাসদস্য লিরি আলবাগেরে শহজদনের মন্ত্রী বলেছেন, আটকদের মুক্ত করে আনার চেষ্টা চলছে। আটকদের মুক্তি নিয়ে

আলোচনার জন্য গত শুক্রবার ইসরায়েলের একটি প্রতিনিধিদল কাতার গেছে বলেও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে। চলমান আলোচনার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহ্ জানিয়েছেন, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কাটার পরে ৭ জানুয়ারি থেকে দক্ষিণবঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি এবং তারপরে ১৬ ডিগ্রির কাছাকাছি নেমে আসবে।

আল-কাসেম ব্রিগেড একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। তিরিখরিহীন সত্তা তিন মিনিটের ভিডিওটিতে দেখা যায়, ১৯ বছর বয়সী আলবাগ হিফ্র ভাষায় ইসরায়েল সরকারকে তাঁর মুক্তি নিশ্চিত করতে বলেছেন। তাঁদের মধ্যে ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। প্রায় ১৫ মাস ধরে গাজা যুদ্ধ চলছে। কয়েক মাস ধরে কাতার, মিসর ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় গাজায় একটি যুদ্ধবিরতির জন্য আলোচনা চলছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সাফল্য আসেনি।

১৯ তারকাকে প্রদান করা হল দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মাননা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিদায় নেওয়ার ১৬ দিন আগে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ বিভিন্ন জগতের ১৯ তারকাকে দেশটির অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডমে’ ভূষিত করেছেন জো বাইডেন। গতকাল শনিবার হোয়াইট হাউসের ইস্ট রুমে এক অনুষ্ঠানে সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সাবেক ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিনটনসহ সম্মাননা পাওয়া ব্যক্তিরা কিংবা তাঁদের প্রতিনিধিদের বাইডেন এ পদক পরিয়ে দেন। রয়টার্সের খবর বলছে, সম্মাননা গ্রহণ করেছেন জনপ্রিয় ফুটবল তারকা লিওনেল মেসিও। তবে মিডিলের কারণে তিনি সশরীর অনুষ্ঠানস্থলে আসতে পারেননি।

মার্কিন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও অন্যান্য খাতে বিশেষ অবদান রাখা এই গুণীজনদের মধ্যে আরও রয়েছেন নিহত সিনেটর রবার্ট এক কেনেডি, প্রাক্তন সিনেটর মিট রমনির বাবা প্রয়াত জর্জ রমনি, উদারপন্থী রাজনীতিবিদ ও ধনকুবের জর্জ সেরাস, গণমাধ্যমের নির্বাহী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আনা উইনচুর, সংগীতশিল্পী বোনো, অভিনেতা মাইকেল জে ফক্স, বাল্ফেটবল কিংবদন্তি আরভিন জনসন (ম্যাজিক নামে পরিচিত), বিনিয়োগকারী ডেভিড এম রুবেনস্টেইন। উল্লেখযোগ্য আরও আছেন সফটওয়্যার খাতের উদ্যোক্তা টিম গিল, ফ্যাশন ডিজাইনার রাফ লরেন, ‘দ্য স্যালেগ গাই’ নামে পরিচিত টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব বিল নাই, ওয়ার্ল্ড স্ট্রোল কিচেনের প্রধান ও প্রতিষ্ঠাতা জোস আন্ড্রেস, প্রয়াত প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যাশটন বি কার্টার, প্রাইমটোলজিস্ট জেন গুডঅল, অধিকারকর্মী ফ্যানি লৌউ হ্যামার, আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ স্টিডেনস জুনিয়র ও অভিনেতা ডেনজেল ওয়াশিংটন।

গতকাল প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডমে নিয়ে এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউস বলেছে, ‘সম্মাননা পেতে যাওয়া ব্যক্তির যুক্তরাষ্ট্রকে আরেকটু এগিয়ে নেওয়ার স্বীকৃতিই পাচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেনে বিশ্বাস করেন, বড় নেতারা বিশ্বাসে অবিচল থাকেন, সবাইকে প্রাাপ্য সম্মান দেন ও ভালো আচরণকে সবার ওপরে স্থান দেন।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘এই ১৯ জনের প্রত্যেকেই ভালো নেতা, যারা যুক্তরাষ্ট্রকে আরেকটু এগিয়ে নিয়েছেন। তারা ভালো নেতা, কারণ তাঁরা ভালো মানুষ, যারা দেশের ও বিশ্বের জন্য অসাধারণ অবদান রেখেছেন।’

ড্রোন হামলায় নিহত রুশ সংবাদকর্মী

ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দোনেৎস্ক শহরের কাছে ইউক্রেনীয় বাহিনীর ড্রোন হামলায় রাশিয়ার সংবাদপত্র ইজভেস্তিয়ার এক সংবাদকর্মী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার ইজভেস্তিয়া কর্তৃপক্ষ এমন তথ্য জানিয়েছে। ‘ইজভেস্তিয়ার গ্ল্যিঙ্গাপ্রতিনিধি আলেক্সান্দার মারতেমিয়ানভকে বহনকারী একটি বেসামরিক গাড়ি লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী। যোগাযোগের সুনির্ধারিত ক্ষেত্র থেকে অনেকটাই দূরে ছিল গাড়িটি।’ ইজভেস্তিয়া কর্তৃপক্ষ বলেছে, গাড়িটি রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত দোনেৎস্ক অঞ্চলের প্রধান শহর দোনেৎস্ক এবং উত্তরের হরলিভকা শহরের যোগােকারী একটি হাইওয়ে দিয়ে ভ্রমণ করছিল। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা মন্ত্রণালয়টির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিক্রিয়ায় এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। একে ‘ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড’ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

জাখারোভা এই ঘটনাকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সরকারের ধারাবাহিক ভাবে চালানো রক্তাক্ত নৃশংসতারই আরেক জঘন্য দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। জাখারোভার অভিযোগ, জেলেনস্কি সরকার তাদের মতাদর্শিক বিরোধীদের নির্মূল করতে প্রকাশ্যে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কায়দা ব্যবহার করে থাকে। এর আগে নিউইয়র্কভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনে রাশিয়া পুরোদমে অভিযান শুরু করার পর এই পর্যন্ত কমপক্ষে ১৫ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। রাশিয়ার বার্তা সংস্থা আরআইএ বলেছে, মারভোয়ানারদের সঙ্গে ওই গাড়িতে তাঁদের দুজন প্রতিনিধি ভ্রমণ করছিলেন। তাঁরা এই ঘটনায় আহত হয়েছেন। দোনেৎস্কে স্থানীয় একটি প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত দুই সাংবাদিকও আহত হয়েছেন।

১৯ তারকাকে প্রদান করা হল দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মাননা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিদায় নেওয়ার ১৬ দিন আগে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ বিভিন্ন জগতের ১৯ তারকাকে দেশটির অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডমে’ ভূষিত করেছেন জো বাইডেন। গতকাল শনিবার হোয়াইট হাউসের ইস্ট রুমে এক অনুষ্ঠানে সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সাবেক ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিনটনসহ সম্মাননা পাওয়া ব্যক্তিরা কিংবা তাঁদের প্রতিনিধিদের বাইডেন এ পদক পরিয়ে দেন। রয়টার্সের খবর বলছে, সম্মাননা গ্রহণ করেছেন জনপ্রিয় ফুটবল তারকা লিওনেল মেসিও। তবে মিডিলের কারণে তিনি সশরীর অনুষ্ঠানস্থলে আসতে পারেননি।

মার্কিন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও অন্যান্য খাতে বিশেষ অবদান রাখা এই গুণীজনদের মধ্যে আরও রয়েছেন নিহত সিনেটর রবার্ট এক কেনেডি, প্রাক্তন সিনেটর মিট রমনির বাবা প্রয়াত জর্জ রমনি, উদারপন্থী রাজনীতিবিদ ও ধনকুবের জর্জ সেরাস, গণমাধ্যমের নির্বাহী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আনা উইনচুর, সংগীতশিল্পী বোনো, অভিনেতা মাইকেল জে ফক্স, বাল্ফেটবল কিংবদন্তি আরভিন জনসন (ম্যাজিক নামে পরিচিত), বিনিয়োগকারী ডেভিড এম রুবেনস্টেইন। উল্লেখযোগ্য আরও আছেন সফটওয়্যার খাতের উদ্যোক্তা টিম গিল, ফ্যাশন ডিজাইনার রাফ লরেন, ‘দ্য স্যালেগ গাই’ নামে পরিচিত টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব বিল নাই, ওয়ার্ল্ড স্ট্রোল কিচেনের প্রধান ও প্রতিষ্ঠাতা জোস আন্ড্রেস, প্রয়াত প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যাশটন বি কার্টার, প্রাইমটোলজিস্ট জেন গুডঅল, অধিকারকর্মী ফ্যানি লৌউ হ্যামার, আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ স্টিডেনস জুনিয়র ও অভিনেতা ডেনজেল ওয়াশিংটন।

জিব দিয়ে থামিয়ে দিয়েছেন ৫৭টি বৈদ্যুতিক ফ্যান



একটি বা দুটি নয়, এক মিনিটে জিব দিয়ে ৫৭টি বৈদ্যুতিক ফ্যান থামিয়ে দিয়েছেন তিনি। ভয়ংকর ও রুঁকিপূর্ণ এ কাজ করেই গিনেসে ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছেন তারাবের দক্ষিণের রাজা তেলেঙ্গানার ক্রান্তি কুমার পানিকর। তেলেঙ্গানার সুরিয়াপেটের বাসিন্দা ক্রান্তি পেশায় স্ট্যান্ডম্যান। বিপজ্জনক সব স্টান্ট নেওয়ার জন্য তিনি ‘ড্রিল ম্যান’ নামেও পরিচিত। গিনেসে ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ তাদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে সম্প্রতি একটি ভিডিও পোস্ট করে লিখেছে, জিব দিয়ে এক মিনিটে সবচেয়ে বেশি বৈদ্যুতিক ফ্যানের পাখা ঘোরা বন্ধ করেছেন ক্রান্তি কুমার পানিকর, যার সংখ্যা ৫৭। ভিডিওতে দেখা যায়, রতিন শর্ট পরা লম্বা চুলের ক্রান্তি বেশ কয়েকটি বৈদ্যুতিক ফ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এরপরই তিনি ক্রততার সঙ্গে নিখুঁতভাবে তাঁর জিব দিয়ে ফ্যানের ঘোরা বন্ধ করতে শুরু করেন। তাঁর এ রোমন্থর্ষ কাণ্ড দেখে উপস্থিত দর্শকেরা হাততালি দিয়ে ওঠেন। ভিডিওটি অনলাইনে ভাইরাল হয়। এখন পর্যন্ত প্রায় ছয় কোটি মানুষ এই ভিডিও দেখেছেন। ভিডিওর নিচে নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা। সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীদের কেউ কেউ নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এ ধরনের রেকর্ড করার অর্থ কী, সেটি নিয়েও প্রশ্ন করেছেন কেউ কেউ। একজন বিশ্লেষ প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘কীভাবে? তাঁর জিব কেটে গেল না?’ আরেকজন লিখেছেন, ‘এ ধরনের রেকর্ডের আসলেই কি দরকার আছে?’

কৃষকদের সম্মাননা জ্ঞাপন পূর্ব বর্ধমান জেলা রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে



সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ৫ জানুয়ারিঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার যে সমস্ত কৃষকরা স্বচ্ছতার সাথে খাদবহীন ধান বিক্রয় করেছেন তাদের পূর্ব বর্ধমান জেলা রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হল শনিবার।

এদিন অ্যাসোসিয়েশনের সভাগৃহে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, জেলা শাসক আয়েষা রানী এ, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, সহকারি সভাধিপতি গাণী নাহা, বর্ধমান জেলা রাইসমিল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবদুল মালেক, সংগঠনের সম্পাদক অরৈত খাঁ, কোষাধ্যক্ষ কাঞ্চন সোম সহ সুব্রত মন্ডল, মণীষ আগরওয়াল, বংশী সোম এবং অন্যান্যরা। এদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কৃষকদের ব্লাস্কেট ও শংসাপত্র প্রদান করা হয় অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে।

এদিন কৃষকদের জন্য দ্বিপ্রাহরিক ভোজনেরও ব্যবস্থা করা হয়। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এই ধরনের উদ্যোগকে ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, পূর্ব বর্ধমান জেলার উৎপাদিত ধান কৃষকদের মাধ্যমে সহায়ক মূল্যে সংগ্রহ করে সেই ধান রাইস মিলগুলির মাধ্যমে চাল তৈরী হয়ে রাজ্যের অন্যান্য ৮ টি জেলায় সরবরাহ করা হয়। তবে ফোড়েরা যাতে কৃষক বন্ধুর কার্ডের সংগ্রহ করে তার অপব্যবহার করতে না পারে সেদিকে জেলা প্রশাসনের নজর রাখতে আবেদন জানান। জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার

হেনস্থার শিকার জয়দীপ মুখোপাধ্যায়

রামপুরহাট, ৫ জানুয়ারি ঃ এবার তারাপীঠ মন্দিরে অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরামের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়কে

হেনস্থার অভিযোগ উঠল সেবাহিতদের বিরুদ্ধে। জেলা শাসকের বৈধে দেওয়া নিয়মাবলীর লোহায় দিয়ে তাকে হেনস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ জয়দীপবাবুর। তারাপীঠ মন্দির কর্তৃপক্ষের স্বমোচিত নিয়মাবলীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। তারাপীঠ মন্দিরে পূজা দিতে গিয়ে মারধর ও হেনস্থার অভিযোগ উঠছিল দীর্ঘদিন ধরেই।

সমাজ মাধ্যমে কিছু ছবি হড়িয়ে পড়েছে মানুষের মোবাইলে মোবাইলে। বিষয়টি নজরে আসতেই নড়েচড়ে বসে জেলা প্রশাসন। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্যদের বৈঠকে মন্দির কমিটিকে সতর্ক করেন জেলা শাসক বিধান রায়। এরপরেই গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর থেকে তারাপীঠ মন্দিরে বেশ কিছু নিয়ম চালু করেছে তারা মাতা সেবায়েত সংঘ। সেখানে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের দুটি লাইন করা হয় একটি সাধারণের জন্য, অন্যটি ৫০০ টাকা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য। অবশ্য ভিআইপিদের জন্য কোন লাইনের তফাৎ না করে সরাসরি মায়ের গর্ভগৃহে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। শনিবার দুপুরে নিয়মের কড়াকড়িতে হেনস্থা হতে হয় অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরামের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ মুখোপাধ্যাকে।

অভিযোগ বামাপদ মুখোপাধ্যায় ওরফেও রবি নামে এক সেবাহিত নিজেকে মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান পরিচয় দিয়ে জয়দীপবাবুকে হেনস্থা করে বলে অভিযোগ। সেই নিয়মকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। তার অভিযোগ, তারাপীঠ মন্দিরে যে কমিটি রয়েছে সেই কমিটিতে কোন নির্বাচন করা হয় না। একই ব্যক্তির দীর্ঘদিন ধরে একই পদে বহাল রয়েছে। সেই কমিটিই নিজেকেই ইচ্ছেমত ও খামখেয়ালীভাবে যখন তখন যে কোনো ধরনের নিয়ম চালু করেছে। অথচ তারাপীঠ মন্দিরে ভক্তদের দেওয়া লক্ষ লক্ষ টাকার সোনা, রূপার গহনা ও অন্তাদানের কোন হিসেব নেই।

Name Change
I, Mousumi Metya D/o Chandi Charan Hajra Residing at Manoharpur, P.o - Gopmohal, P.s - Ghatal, District - West Medinipur, Pin - 721212 West Bengal India shall henceforth be known as Mousumi Mete. I declare that Mousumi Metya and Mousumi Mete is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 03-01-2025

Name Change
I, Soumen Metya S/o Swadesh Mete Residing at Manoharpur, P.o - Gopmohal, P.s - Ghatal, District - West Medinipur, Pin - 721212 West Bengal India shall henceforth be known as Soumen Mete. I declare that Soumen Metya and Soumen Mete is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public, Kolkata on 03-01-2025

Name Change
I, Swadesh Metya S/o Shital Mete Residing at Manoharpur, P.o - Gopmohal, P.s - Ghatal, District - West Medinipur, Pin - 721212 West Bengal India shall henceforth be known as Swadesh Mete. I declare that Swadesh Metya and Swadesh Mete is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 03-01-2025

Name Change
I, Attab Ali Biswas S/o Kasem Mondal Residing at Vill +P.o - Ichhapur, P.s - Chapra, District - Nadia, Pin - 741164 West Bengal India shall henceforth be known as Kasem Mondal. I declare that Attab Ali Biswas and Attab Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 03-01-2025

Name Change
I, Kasem Biswas S/o Saleman Mondal Residing at Vill +P.o - Ichhapur, P.s - Chapra, District - Nadia, Pin - 741164 West Bengal India shall henceforth be known as Kasem Mondal. I declare that Kasem Biswas and Kasem Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 03-01-2025

Name Change
I, Hachina Biswas S/o Junap Mondal Residing at Vill +P.o - Ichhapur, P.s - Chapra, District - Nadia, Pin - 741164 West Bengal India shall henceforth be known as Hachina Mondal. I declare that Hachina Biswas and Hachina Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 03-01-2025

খাবারের লোভে লোকালয়ে হানা হাতির দলের, তছনছ করল খেত

দুরন্ত বার্তা, ফালাকাটা, ৫ জানুয়ারি : হাতির হানায় জেরবার ফালাকাটার মানুষজন বিশেষ করে চাষীরা। কারণ হাতি তাদের ক্ষেতে হামলা চালায় বলে জানা গিয়েছে। একাধিক জায়গায় হানা দেয় দুটি হাতির পালা। হাতির হানায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। জানা গিয়েছে, রাতে জলপাড়া বনাঞ্চলের ব্যাংডাকি বিট এলাকা থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে চলে আসে একটি হাতির পালা। এই পালে ছিল কমপক্ষে ৮টি হাতি। ফালাকাটা ব্লকের বংশীধরপুর এলাকায় দলটি ঘোরাফেরা করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেই দলটিকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেন বনকর্মীরা। অন্যদিকে একই রাতে ব্লকের রাইচেন্দা, পারাপাতলাখাওয়া গ্রামে হানা দেয় ১৪-১৫টি হাতি। সেখানেই ক্ষতি হয় সবজি খেতের। রাইচেন্দায় খেত তছনছ করে দেয় তারা। এছাড়াও হাতির পালাটি নষ্ট করে এই গ্রামেরই অন্যান্য খেত, কলা বাগান, সুপারি গাছ। স্থানীয়রা জানান, মাঝরাতে শাবক সহ হাতির দলটি এলাকায় ঢুকছিল। বনকর্মীরা এসে বাজি পটকা ফটানোর পরে জঙ্গলে ফিরে যায় তারা। বন দপ্তর অবশ্য নিয়ম মাম্ফিক ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

কবিতাকে ভালোবেসে সন্ধ্যা তারা পত্রিকার অষ্টম মেলবন্ধন উৎসব



মলয় সুর : রবিবার দুপুরে শীতের আমেজে ছুটির দিনে হাওড়ার দাসনগর বালিটিকুর নেতাঞ্জি সেবা সমিতি ক্লাব প্রাঙ্গনে সন্ধ্যা তারা পত্রিকার বার্ষিকী কবি সাহিত্যিকদের মেলবন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিদিশা ঘোষ। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে সূচনা হয়। অনুষ্ঠানটির কবি সাহিত্যিক রাঘব পোড়ের একান্ত উদ্যোগে আয়োজন হয়। এদিন ৪০ জনের এর অধিক কবিরা বিভিন্ন জায়গা থেকে হাজির হয়ে কবিতা পাঠ করেন। সংগঠনের কর্ণধার রাঘব পোড়ে বলেন এটি আমাদের অষ্টম প্রয়াস, নতুন প্রজন্মের কবি সাহিত্যিকদের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি পদক্ষেপ আর দৃঢ় হোক এবং নবীন ও প্রবীণ কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় মজবুত হোক। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র গবেষক রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত ডক্টর বিরেকানন্দ চক্রবর্তী, সভাপতি অজয় চক্রবর্তী, অঙ্কনা দেবনাথ প্রমুখরা। অনুষ্ঠানে বসিরহাটের মেঘলা রানী দত্ত কবিতা পরিবেশন করে উপস্থিত সকল এর মন জয় করেন। অনুষ্ঠানে শেষ পর্য্যন্ত এই মঞ্চে সন্ধ্যা তারা পত্রিকার অনুষ্ঠানিক বই প্রকাশিত হয়। মেলবন্ধন দৃঢ় করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিবছর অপরাজিত হয়ে চলেছে এই কর্মকাণ্ড। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সম্বলনা করেন ডালিয়া মজুমদার রায়।

শিবসাগরের বেতবাড়িতে ডিজেল ভরতি সিনটেক্স ট্যাংকে যুবকের লাশ

শিবসাগর (অসম), ৫ জানুয়ারি : শিবসাগর জেলার অন্তর্গত বেতবাড়ির কাবিত্রাণ্বে ডিজেল ভরতি একটি সিনটেক্স ট্যাংকে জনৈক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনার খবর চাউর হলে গোটা জেলায় সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্য। মৃতদেহটি বেতবাড়ি জোয়ামারা সূতের বাসিন্দা স্পঞ্জিক বক্সা (১১)-র বলে শনাক্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ঘটনার খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট বাড়িতে গিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিক ইনকুয়ের্টের পর পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে মরনা তদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, কাবিত্রাণ্েমের বাসিন্দা জনৈক মনোজ দত্তের বসতবাড়িতে অবৈধভাবে মজুত রাখা ছিল ডিজেল ভরতি একটি সিনটেক্স ট্যাংক। ওই ট্যাংকের ভিতর থেকে স্পঞ্জিক বক্সার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এদিকে প্রাথমিক তদন্ত প্রক্রিয়ায় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহকর্তা মনোজ দত্তের ছেলে কৌন্তভ দত্তকে পুলিশ আটক করেছে। কৌন্তভের সঙ্গে জোট বেঁধে মৃত স্পঞ্জিক বক্সা চোরাই জ্বালানির অবৈধ কারবার চালাতো বলে কিছু তথ্য পুলিশের হাতে এসেছে বলে জানা গেছে।

কালনায় ভাগীরথীর তীরে হতে চলেছে বায়োডাইভারসিটি পার্ক

রাজ কুমার ঘোষ, কালনা, ৫ জানুয়ারি : কালনায় ভাগীরথীর তীরে হতে চলেছে বায়োডাইভারসিটি পার্ক। কয়েক কোটি টাকার ব্যয় তৈরি হবে পার্ক টি। আজ সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন পার্লার নির্ভিনিসিপ্যালিটি জোয়ারমান আনন্দ দত্ত। ভয়েস চ্যোারম্যান তপন পোড়েল। সৌরসভার আধিকারিক বৃন্দ। সমস্ত এলাকাটি ড্রোনের মাধ্যমে ছবি তোলা হয়। কিভাবে কি করলে কভটা সুন্দর হবে। এই জীববৈচিত্র্য পার্ক কে, কি কি জিনিস তুলে ধরলে মানুষের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাবে, তাই প্রাথমিক পর্যায়ে আজকে ড্রোনের মারফতে ছবি তোলা হলো। সৌরপতি আনন্দদত্ত জানান এই পার্ক শহরের বুকে তৈরি হলে কালনার অর্থনৈতিক সামাজিক পরিকাঠামো অনেকটা বদল আসবে। মমতা ব্যানার্জি উন্নয়ন চারদিকে চলেছে, কালনার জন্য তিনি অনেক কিছু করেছে আগামী দিনে আরো উন্নয়নমূলক কাজ হবে, বলে তিনি জানান।

এনবিএসটিসি বাসস্ট্যান্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : পার্থ প্রতিন রায়ের বিরুদ্ধে গোষ্ঠী কোদ্দল ও একাধিক দলীতির অভিযোগ সামনে এসে তারা তার অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ সামিল হলেন। এদিন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা জানান তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ধ্বতরত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা এক্যবদ্ধভাবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কোচবিহার জেলা শ্রমিক সংগঠন ভাোমতেই চলছিল। তবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার জোয়ারম্যান পার্থ প্রতিন্দা তিনি কিছু লোককে ডেকে নিয়ে গোপন বৈঠক করে দলের মধ্যে গোষ্ঠী কোদ্দল করার চেষ্টা করছেন। তাই আমরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে অবশেষে রাস্তায় নামতে হলো। আমরা কোন মতেই চাই না দলের মধ্যে গোষ্ঠী কোদ্দল হোক। কারণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস করি। তবে যেভাবে পার্থপ্রতিন রায় বেনিয়াম ভাবে একের পর এক শুরু করেছেন। যেভাবে নিজেদের মধ্যেই ভাগাভাগি করে রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন। তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েই পথে নামতে হলো।এই বিষয়ে পার্থ প্রতিন রায়ের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।



হরিপাল বাসুদেবপুর রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র (১নং) পরিচালনায় বাৎসরিক কল্পতরু উৎসব পূজা আসনা বছরের ন্যায় এ বছরও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয়। পূজা পাঠ হোম ঠাকুরের মাধ্যম্ব নিয়ে আলোচনা হয়। মাজরাজ হাজার ভক্ত দের খিদিড়ি প্রসাদ বিতরণ ও ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, সারদা মা ও বিবেকানন্দ প্রতিকৃতিতে ভক্তিবরে পূজাপাঠ মধ্য দিয়ে সারদ্বরে উদ্ঘািপিত হয়। ছবি বিদ্যুৎ সিংহ রায়।

এক কোটির টাকা তছরূপের অভিযোগে ‘ব্যাঙ্কমিত্র’কে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, খেজুরি, ৫ জানুয়ারি : এক কোটিরও বেশি টাকা তছরূপের অভিযোগে ‘ব্যাঙ্কমিত্র’কে গ্রেপ্তার করল খেজুরি থানার পুলিশ। ধূতের নাম শঙ্কর মণ্ডল। বাড়ি খেজুরির হলুদবাড়ি পঞ্চায়েতের কার্তিকখালিতে। শঙ্কর খেজুরির মুণ্ডমারিতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সিএসপি চালাত। বহুদিন ধরে পুলিশ তাকে খুঁজছিল। তার বিরুদ্ধে এক কোটিরও বেশি টাকা তছরূপের অভিযোগ রয়েছে। রসুলপুর নদীর তীরে বোগা ঘাটের কাছে প্রচারিত গ্রাহকদের কয়েকজন তাকে দেখতে পান। সে কাঁথি থেকে ফিরছিল। তাঁরা শঙ্করকে আটকে রেখে খেজুরি থানায়



পয়েন্ট চালাত শঙ্কর। ব্যাঙ্কের শাখা দূরে হওয়ায় ওই সিএসপিতে অনেকেই গ্রাহক হয়েছিলেন। এছাড়া, এলাকার ১৯টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী সেখানে অ্যাকাউন্ট খোলো। ওই ব্যাঙ্কমিত্রের কাছে গ্রাহকরা টাকা

সতিয়ায় আটক দুই মাদক পাচারকারী

বিশ্বনাথ, ৫ জানুয়ারি : সতিয়া থানা থেকে পুলিশের দল নিয়ে বিশ্বনাথের পুলিশ সুপার মাদক-বিরোধী পৃথক দুই বিশেষ অভিযান চালিয়ে দুটি যাত্রীবাহী বাস থেকে মাদক সহ দুই চোরাকারবারিকে আটক করেছেন। আজ রবিবার জেলা পুলিশ সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার মধ্যরাতে মাদক-বিরোধী অভিযান চালিয়ে ছিলেন পুলিশ সুপার। দুই দুই চোরাকারবারির হেফাজত থেকে লক্ষ্যাকা টাকার মাদক-দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃত দুই মাদক কারবারির নামমাত্র এখনই ফৌসাদ করছে না পুলিশ। সূত্রটি জানিয়েছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

অগ্নি দক্ষ দুই

জম্মু, ৫ জানুয়ারি : শনিবার গভীর রাতে শ্রীনগরের রাজৌরিতে একটি বাড়িতে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে বাড়িটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

ভারত-নেপাল সীমান্তে পুলিশি অভিযান, ব্রাউন সুগার সহ দুই মহিলা গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : ভারত-নেপাল সীমান্তের সৌরসিংজোত হনুমান মন্দিরের পাশে পুলিশ অভিযান চালিয়ে(১৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও ৪ লাখ ৭০ হাজার ৫০০ টাকা নগদসহ দুই মহিলাকে গ্রেফতার করা

শীতের দাপট রবিবারও অব্যাহত, নতুন বছরে প্রচন্ড শীতে কাবু জলপাইগুড়ি শহরের মানুষ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : শীতের দাপট রবিবারও অব্যাহত রয়েছে জলপাইগুড়িতে। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই প্রচন্ড শীতে কাবু জলপাইগুড়ি শহরের মানুষ। আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তা অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিন শীতেরে দাপট বজায় থাকবে জলপাইগুড়ি জেলায়।

নকশালবাড়িতে পিকআপে করে চীনা রসুন পাচার করা হচ্ছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা

দুরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ৫ জানুয়ারি : নকশালবাড়িতে পিকআপে করে চীনা রসুন পাচার করা হচ্ছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দেয়া হয়েছে ৪১নং ব্যাটেলিয়নের। নকশালবাড়ির রথখোলা এলাকায় এসএসবির

তামারহাটে সড়ক দুর্ঘটনায় ছাত্রের মৃত্যু, উত্তোজনা এলাকায়

ধুবড়ি (অসম), ৫ জানুয়ারি : ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত তামারহাটে সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনায় জনৈক স্কুল-ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক উত্তোজনার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গতকাল শনিবার রাতে তামারহাটের রামনাথপাড়া এলাকায়। নিহত স্কুল-ছাত্রকে রামনাথপাড়া গ্রামের মাজরাজ ইসলাম খান বলে শনাক্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, এএস ১৬ ০১৮০ নম্বরের দ্রুতগামী বেপরোয়া

জমা দিতেন। কিন্তু অভিযোগ, শঙ্কর শুধু পাসবইরের পিছনে লিখে দিত, কত টাকা জমা হয়েছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক টাকা জমা দিত না। কোনও গ্রাহক পাঁচহাজার টাকা তুলতে এলে তাঁকে

একহাজার টাকা দিত। আবার কেউ বেশি টাকা তুলতে চাইলে বলত, এখানে হবে না, ব্যাঙ্ক যান। অভিযোগ, এভাবেই অন্তত ৪০ জন গ্রাহক প্রতারিত হন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর, কৃষকবন্ধুর ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকাও সে আত্মসাৎ করে বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাঙ্কের তরফে তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তারপরই সে গা- টাকা দেয়। ব্যাঙ্ক

ইতিমধ্যে ওই সিএসপি বন্ধ করে দেয়। খেজুরির বাসিন্দাদের দাবী, ওই ব্যাঙ্কমিত্র গ্রাহকদের সঙ্গে চূড়ান্ত প্রতারণা করেছে। আমরা পুলিশকে ঘটনার তদন্ত করে পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানিয়েছি।



কলকাতা, ৫ই জানুয়ারি : পূর্ব রেলওয়ের চিৎপুর ডিপো পিট লাইন নং ১ এবং ২ এর সম্প্রসাণের কাজ সফলভাবে সমাপ্ত করার সাথে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক

ছুঁয়েছে। পিট লাইনগুলি, পূর্বে ২২টি এলএইচবি কোচের

প্রতিটিকে ৪২ মিটার প্রসারিত করা হয়েছে। এলএইচবি কোচের ২৪ নম্বর মিটমাট করার জন্য তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এই পরিকাঠামোগত বর্ধন যাত্রীদের সুবিধার জন্য দীর্ঘ রেকের অপারেশনকে সহজতর করবে, ক্রিয়াকলাপের নমনীয়তা বৃদ্ধি করবে।এই বর্ধিতকরণের মাধ্যমে, কলকাতার চিপুর ডিপোর পিট লাইন ক্যাপাসিটি বাড়ানো হয়েছে যা ট্রেন পরিষেবার জন্য বর্ধিত প্রয়োজনীয়তা মোকাবেলা করতে এবং যাত্রীদের জন্য আরও আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে কার্যকর হবে। এই উন্নয়নটি রক্ষণাবেক্ষণের ক্রিয়াকলাপগুলিকেও সুগম করবে, কারণ বর্ধিত পিট লাইনগুলি এখন দীর্ঘ রেকগুলিকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার জন্য সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত। ফলস্বরূপ ডাউনটাইম হ্রাস পাাবে, উন্নত টার্নআরাউন্ড সময় এবং সম্পদের আরও ভাল ব্যবহার হবে।

বর্ধিত পিট লাইনের টুইল রাস ফলস্বরূপে সম্পন্ন হয়েছে, যা অপারেশনাল ব্যবহারের জন্য তাদের প্রস্তুতি প্রদর্শন করে। এটি নিশ্চিত করে যে আপগ্রেড করা রেকগুলিতে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ অবিলম্বে শুরু হতে পারে, যা আরও শক্তিশালী এবং দক্ষ রেল পরিষেবার দিকে পরিচালিত করে। এই উদ্যোগটি পূর্ব রেলওয়ের অবকাঠামো আধুনিকীকরণ, সম্পদ অপ্টিমাইজ করা এবং যাত্রীদের প্রত্যাশা পূরণের প্রতিফলন ঘটায়। চিৎপুর ডিপো এই লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে, রেলওয়ে নেটওয়ার্কে আরও গতিতির পথ তৈরি করে।

বাড়িতে তরাশি চালিয়ে পুলিশ এই মাদক ও নগদ টাকা উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকে দুই মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়।গ্রেফতার দুই মহিলাকে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জলপাইগুড়ি পার্শ্ববর্তী এলাকায় শনিবারের তুলনায় কুশাশ কিছুটা কম হলেও ঠান্ডায় জব্বখ্‌ জলপাইগুড়ি জেলাবাসী। শরীর গরম করতে বিভিন্ন এলাকায় আগুন পোহাতে দেখা যায় স্থানীয় মানুষদের। বেলা বাড়লেও ঠান্ডার কারণে রাস্তায় মানুষজন অনেকটাই কম লক্ষ্য করা য়দিন।

পালিয়ে যায় পাচারকারীরা! ঘটনায় ২টি পিকআপে মোট ৩০০ প্যাকেট চীনা রসুন উদ্ধার করে এসএসবি। বাধা সৃষ্টিকারী বেশকয়েকজনের নামে লিখিত অভিযোগ নকশালবাড়ি থানায় দায়ের করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ।

থাকেন। ‘ পুলিশ গো ব্যাক’, ‘পুলিসের দাদাগিরি চলবে না’ প্রভৃতি স্লোগান দিয়ে পরিষেবা উত্তাল করে তুলেন জনতা। ইতাবসরে পুলিশের পদস্ব আধিকারিক ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে দুর্ঘটনায় নিহত ছাত্রের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ এবং ঘাতক ট্রাক্টর চালকের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

গ্রেটার কোচবিহারে রেল অবরোধ নিয়ে ক্ষতিপূরণ দাবি রেল দপ্তরের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৫ জানুয়ারি : এক সময় রেল অবরোধ নিয়ে জেরবার হয়েছিল গ্রেটার কোচবিহার। তা অবশ্য ছিল মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের। তার জন্য অবশ্য বাতিল করা হয়েছিল বেশকিছু ট্রেন। কিছু ট্রেন আবার ঘুরপথে নিজের গন্তব্যে পৌঁছেছিল। সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় পাঁচ কোটি টাকা, বলে রেল জানাচ্ছে। এবার সরাসরি আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি জানান রেলমন্ত্রক। টাকা চেয়ে রেলের তরফে গ্রেটার কোচবিহার অ্যাসোসিয়েশনের কাছে বিজ্ঞাপ্ত পাঠানো হয়েছে



বলে জানা গিয়েছে। এর আগে রেলের তরফে সমন পাঠানো হয়েছিল। এবার সরাসরি আর্থিক জরিমানা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম জানান, ‘রেল অবরোধ করার ফলে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে রেলমন্ত্রকের। তাই সংগঠনের নেতৃত্বের কাছে সেই ক্ষতিপূরণের টাকা দাবি করে চিঠি পাঠানো হয়েছে।’ একই কথা বলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ভারপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার। এই সমন পেলেও আর্থিক জরিমানার বিষয়ে রেলের তরফে এখনও

কৃষকরা রবি ফসলের উপর নির্ভরশীল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : তিস্তা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে শীতকালে রবি ফসলের উপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে মটরশুটি, আলু এবং অন্যান্য ফসল। এই অঞ্চলের তিস্তা নদী প্রতিবছর বর্ষার পরে মাটি ও বালি নিয়ে উর্বরতা বৃদ্ধি করে, যার ফলে ভালো ফলনের আশা থাকে। তবে এবছর কিছুই আগের মতো নয়। গত বছর সিকিমের ভয়ানক বন্যার ফলে নদীর জল প্রবাহের সঙ্গে বহু ক্ষতির মুখে পড়েছিল নদী তীরবর্তী এলাকাগুলো। বন্যার পর পর, মেনা ছাউনির অত্বন্দ্র এবং বিপুল পরিমাণ বারকদও তিস্তার মাধ্যমে চলে আসে, যা যে কোণেও কৃষকের জন্য চিন্তার কাণ্ড। সেই বন্যার জল তিস্তার চরিত্রে অস্তিত্ব সৃষ্টি করেছে, এবং কৃষকদের মতে, সেই জল এবং মাটির তেলোক্তভাব এখনো কাটেনি। তাদের মতে, এই তেলোক্ত মাটির কারণে চাষাবাদে সমস্যা হচ্ছে, এবং আগের মতো ফলন পাচ্ছেন না। পাটকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের তিস্তা লাগুয়া কৃষকদের মুখে একটাই কথা, আগে যেভাবে উর্বরতা পেতাম, এবছর সেভাবে ফলন হচ্ছে না। সিকিমের বন্যার ধাক্কা এখনও কাটেনি, আর নদীর মাটি থেকে তেলযুক্ত ভাব ওঁঠা ছাড়া কিছুই হচ্ছে না। এ বছর, মটরশুটি ও আলুর চাষে অনেকটা পতন লক্ষ্য করা গেছে। কৃষকরা আশঙ্ক করছেন যে, যদি তিস্তা নদী থেকে বন্যার প্রভাব শেষ না হয়, তবে ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের কৃষি জীবিকা আরো কঠিন হবে পড়বে। এদিকে, কৃষকদের দাবি, সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের উচিত দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যাতে নদীর তীরবর্তী কৃষকরা আবারো আগের মতো সুস্থিরভাবে চাষাবাদ করতে পারেন।

The Executive Engineer (Civil)/Br-XII, KMC invites e-tender online
Quotation for the following work :
NIT No.: KMC/EE/C/102/1F-1/Br-XII/24-25
Name of Work : Arrangement for holding flower show (2024-2025) at BR-XII, K.M.C. ; Estimated Cost : Rs. 1,50,000.00; Earnest Money : Rs. 3,000.00; Period of Completion : 07 Days; Last Date and Time of submission of Bid : 16.01.2025-11 a.m.; Date and Time of Opening of Bid : 18.01.2025-11 a.m.; The bid forms and other details are available on and from 07.01.2025-5 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in

The Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC invites e-tender online
percentage rate two bid system for the following works :
1) NIT No.: KMC/E(E)/C/BR-XVI/123/037/24-25/BUSTEE
Name of Work : Construction of U/G Sewer at slum area of Chandi Charan Ghosh Road near premises no. 5H in ward no. 123. ; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,96,826.43; Earnest Money : Rs. 6,000.00; Period of Completion : 30 Days.
2) NIT No.: KMC/E(E)/C/BR-XVI/142/053/24-25/BUSTEE
Name of Work : Development of C.C. Road at Vidyasagar Sarani (Slum Area) near premises no. 148/148 in ward no. 142. ; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,69,837.32; Earnest Money : Rs. 6,000.00; Period of Completion : 30 Days.
3) NIT No.: KMC/E(E)/C/BR-XVI/142/054/24-25/BUSTEE
Name of Work : Development of C.C. Road at Rabindrapally (slum area) near premises no. : 145/38 in ward no. 142. ; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 2,79,820.66; Earnest Money : Rs. 6,000.00; Period of Completion : 30 Days. Last Date and Time of submission of Bid : 18.01.2025-12 noon (for sl. no. 1 to 3); Tender will be opened on : 20.01.2025 -12 noon (for sl. no. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from 10.01.2025-5 p.m. (for sl. no. 1 to 3)

4) NIT No.: KMC/E(E)/C/BR-XVI/125/068/24-25
Name of Work : Development of cement concrete road at Anandanagar near premises no. : H379/9/21 in ward no. 125. ; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 3,88,949.36; Earnest Money : Rs. 8,000.00; Period of Completion : 60 Days.
5) NIT No.: KMC/E(E)/C/BR-XVI/123/036/24-25/BUSTEE
Name of Work : Construction of sanitary latrine at slum area of D.H. Road, Kailash Ghosh Road and Prasanta Roy Road in ward no. 123 ; Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs. 4,94,005.75; Earnest Money : Rs. 10,000.00; Period of Completion : 30 Days. Last Date and Time of submission of Bid : 15.01.2025-12 noon (for sl. no. 4 & 5); Tender will be opened on : 17.01.2025 -12 noon (for sl. no. 4 & 5); The bid forms and other details are available on and from 07.01.2025-5 p.m. (for sl. no. 4 & 5); The website https://etender.wb.nic.in (for sl. no.1 to 5)

CORRIGENDUM
1) NIT No. KMC/DCE_PSI/03/06/24-25 (1st call) ; 2) NIT No. KMC/DCE_PSI/05/02/24-25 (1st call) published in this Newspaper on 25.12.2025 (Key No.-1106/24-25) of Park and squares Deptt. (Sl. No. 1 and 3). Last date and time of submission of bid may be read as 13.01.2025-1p.m. (for sl. no. 1 & 2) instead of 02.01.2025-1p.m. (for Sl. No. 1) and 03.01.2025-1p.m. (for Sl. No. 2)

‘হতাশার, কিন্তু শরীরকে সম্মান দিতে হবে’, সিরিজ হেরে বলছেন জসপ্রীত বুমরা

সিডনি, ৫ জানুয়ারিঃ প্রায় এক দশক। সময়টা নেহা কান নয়। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি হাতছাড়া। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ক্লিন সুইপ। চূড়ান্ত হতাশা থেকে মুক্তি দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম টেস্ট। পার্থে প্রথম ম্যাচে ছিলেন না রোহিত শর্মা। ক্যাপ্টেন্সি করেন জসপ্রীত বুমরা। তেমনই বল হাতেও অনবদ্য পারফরম্যান্স। জয় দিয়েই সিরিজ শুরু করেছিল ভারত। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচ থেকেই হতাশার শুরু। সঠিক কন্বিনেশন খুঁজে উঠতেও হিমসিম খেয়েছে ভারত। তবে একজন ধারাবাহিক ভাবে পারফর্ম করে গিয়েছেন। জসপ্রীত বুমরা। সিডনি টেস্ট জিততে চতুর্থ ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার টার্গেট দাঁড়ায় মাত্র ১৬২ রান। জসপ্রীত বুমরা থাকলে? তখন মাত্র লেখা যেত না। দ্বিতীয় দিন লাক্শের পর মাঠ ছেড়েছিলেন। পিঠে চোট রয়েছে তার। দ্রুত স্ক্যানের জন্য যান। দ্বিতীয় দিন আর নামেননি। তৃতীয় দিন ব্যাটিং করেছিলেন। বোলিংয়ে বুমরাকে পাওয়া যায়নি। যার ভরপুর সুযোগ তুলেছে



অস্ট্রেলিয়া। প্রসিধ কৃষ্ণ তিন উইকেট নিয়ে প্রাথমিক ধাক্কা দিলেও লাভ হয়নি। মাত্র ২৭ ওভারেই লক্ষ্যে পৌঁছয় অস্ট্রেলিয়া। এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে খেলতে না পারা। বুমরা থাকলে পরিস্থিতি হয়তো অন্য হতই পারতো! ম্যাচ শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে জসপ্রীত বুমরা বলেন, “খুবই হতাশার। কিন্তু শরীরকে সম্মান দিতেই হবে। চোট নিয়ে লড়াই করা যায় না। সম্ভবত কেরিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উইকেটগুলো মিস করলাম। প্রথম ইনিংসে দ্বিতীয় স্পেন্লেই সমস্যা হচ্ছিল। সে কারণেই চিকিৎসকের কাছে ছুটতে হ্যাঁ।” ভারত-অস্ট্রেলিয়া এই সিরিজে ৩২ উইকেট নিয়েছেন জসপ্রীত বুমরা। তাকে সামলাতে হিমসিম খেয়েছে অজি ব্যাটাররা। সিরিজ সেবার পুরস্কার জিতলেও আক্ষেপটা রয়েই গেলা। সিডনিতে জিতলে ক্যাপ্টেন হিসেবে সিরিজে জোড়া জয়ের তৃপ্তি পেতেন। অন্তত সিরিজ ড্র করে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি ধরে রাখতে পারত ভারত।

বিফলে ব্যাটার শামির ক্যামিও, বিজয় হাজারেতে হার বাংলার

হায়দরাবাদ, ৫ জানুয়ারিঃ বল হাতে নয়, ব্যাটে ভেলকি দেখালেন মহম্মদ শামি। কিন্তু শামির দাবাট সত্ত্বেও হারে গেল বাংলা। রবিবার বিজয় হাজারেতে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে জিততে পারলেন না সুদীপ ঘরামিরা। যদিও আগেই টুর্নামেন্টের নকআউট পরে পৌঁছে গিয়েছিল বাংলা। রবিবার মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে রাজীব গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে খেলতে নেমেছিল বাংলা। টসে হেরে ডেন্কেস্টর অহিয়ারদের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করতে হয় সুদীপদের। দ্বিতীয় ওভারেই আউট হয়ে যান অভিষেক পোড়েল। সেখান থেকে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে ৯২ রান তোলেন বন্ধ অধিনায়ক। ৯৯ রান করে তিনি নিজে আউট হয়ে যান। মাঝের সারির ব্যাটাররা কেউই এদিন রান পাননি। তবে লোয়ার অর্ডারে নেমে শামির কামালা। ৩৪ বলে ৪২ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন চোট সারিয়ে মাঠে ফেরা পেসার। পাঁচটি বাউন্ডারি আর ১ ছক্কা হাকিয়ে



অপরাজিত থাকেন তিনি। অষ্টম উইকেটে কোষিক মাইতির সঙ্গে ৬৪ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। সবমিলিয়ে সাত উইকেটে ২৬৯ রান তোলে বাংলা। উল্লেখ্য, চোট সারিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরলেও জাতীয় দলের দরজা বন্ধই থেকেছে শামির জন্য। আগামী মাসে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার জন্য জোরকদমে প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। এদিন ঝোড়ো ইনিংস খেলে কি নির্বাচকদের বার্তা দিলেন তারকা পেসার? তবে শামির ঝোড়ো ইনিংস ব্যর্থ হয়ে গেল মধ্যপ্রদেশের দাপটে। অধিনায়ক রজত পাটিলার ১৩২ রান করে অপরাজিত থাকেন। তাঁর দাপট্টেই ২২ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় মধ্যপ্রদেশ। এদিন ৮ ওভারে ৪০ রান দিয়ে মাত্র একটি উইকেট পেয়েছেন শামি। ম্যাচ হারায় গ্রুপ শীর্ষ থেকে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল নামা হল না বাংলার। আগামী ৯ জানুয়ারি প্রি-কোয়ার্টারে খেলতে হবে। সেখানে জিততে না পারলে বিজয় হাজারে থেকে বিদায় সুদীপদের।

রাখঢাক নেই, বিজিটি হেরে বিরাট-রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে অকপট গৌতম গম্ভীর



সিডনি, ৫ জানুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বর্ডার গাভাসকর ট্রফি জয়ের হ্যাটট্রিক করতে পারল না টিম ইন্ডিয়া। পরপর দু’বার অজি সফরে গিয়ে সিরিজ জিতে দেশে ফিরেছিল ভারতীয় টিম। এ বারের ছবিটা অন্য। ডনের দেশ থেকে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে রোহিত-ব্রিগেডকে। এই সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা এবং প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি একেবারেই আশানুরূপ পারফর্ম করতে পারেননি। সিরিজ চলাকালীন বার বার বিরাট-রোহিতের অবসরের রব তুলেছিলেন ক্রিকেট প্রেমীরা। সমালোচনার শিকার হয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটের দুই স্তম্ভ। এ বার সিডনি টেস্টের দ্বয়ে ভারতের হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের সামনে আসে বিরাট ও রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন। কোনও রাখঢাক না করেই উত্তর দিয়েছেন গৌতম। এ বারের অজি সফরে পার্থে সেঞ্চুরি ছাড়া বিরাটের ব্যাট ফিকে। এই টেস্ট সিরিজে বিরাটের ইনিংস যথাক্রমে ৫, ১০০, ৭, ১১, ৩, ৩৬, ৫, ১৭ ও ৬। আর ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা

৫ টেস্টের সিরিজের তিনটিতে খেলেছেন। এই সিরিজে তাঁর ইনিংস যথাক্রমে ৩, ৬, ১০, ৩ ও ৯। বিরাট ও রোহিতের এই পারফরম্যান্স সমালোচকদের সুযোগ করে দিয়েছে তাদের অবসর নিয়ে কথা বলার। বর্ডার গাভাসকর ট্রফির শেষে গৌতম গম্ভীর অবশ্য বিরাট-রোহিতের টেস্ট ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত নন বলেই জানিয়েছেন। রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির মধ্যে এখনও রানের খিঁদে রয়েছে। এবং তাঁরা দলের কথা মাথায় রেখেই তাদের টেস্ট ভবিষ্যতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে মনে করেন গম্ভীর। ম্যাচ শেষের প্রেস কনফারেন্সে গম্ভীর বলেন, “ওরা ক্ষুধার্ত, ওরাই সিদ্ধান্ত নেবে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য সেটা কি।” ম্যাচের পরে মিডিয়া ইন্টারভিউকশনে গম্ভীর বলেছিলেন। একইসঙ্গে গৌতমের মত, ড্রেসিংরুমে পরিবেশ ঠিক রাখতে হলে, সকলকে খুশি রাখতে হলে তাঁকে সবার সঙ্গে সং আচরণ করতে হবে। গৌতম গম্ভীর এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি চাইছেন দলের সব ক্রিকেটারই জাতীয় দলের ডিউটি না থাকলে যেম ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেন। তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন, “লাল বলের ক্রিকেটের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে সকলকে।” তাঁর একথা বলার অন্যতম কারণ, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা সহ একাধিক সিনিয়র ক্রিকেটার গত মরসুমের রঞ্জি ট্রফিতে খেলেননি। এই বার খানিক কড়া পথে হাটতে চাইছেন গম্ভীর।

‘আমরা তো পয়সাবাজ, ক্রিকেটের কিছুই জানি না’, ভারতীয় দলকে কটাক্ষে ভাসালেন গাভাসকর

সিডনি, ৫ জানুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেনি ভারতীয় দল। নিজেদের দলের মধ্যেই একটা ম্যাচ খেলে সটান পার্থ টেস্টে নেমেছিল। অ্যাডিলিডে টেস্টের আগে একটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছিল। আর এরকম ঘটনা প্রথমবার ঘটা না। গত কয়েক বছরে বিদেশে টেস্ট সিরিজ খেলতে গিয়ে সেরকমভাবে কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেনি ভারতীয় দল। অতীতে অবশ্য বিদেশের পিচ ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে মূল সিরিজ শুরুর আগে সেরকম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলত। সেই ধারায় কার্যত ইতি পড়ে যাওয়ায় গত বছর ধরে অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করে এসেছেন। আর এবার অস্ট্রেলিয়ায় এসে ভারত পর্যদন্ত হতেই



হাই বিষয়টি নিয়ে তুমুল অসন্তোষ প্রকাশ করলেন সুনীল গাভাসকর। সিডনি টেস্টের ভারতের ব্যাটিং বিপর্যয়ের (পার্শ্বে দ্বিতীয় ইনিংস বাদ দিয়ে প্রতিটি ইনিংসে ডুবিয়েছে ভারতের ব্যাটিং লাইন-আপ) মধ্যেই সরকারি সম্প্রচারকারী স্টার স্পোর্টসে গাভাসকরকে প্রশ্ন করা হয় যে এরকম বিদেশ সফরের আগে কি ভারতীয় দলের আরও ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত? আর সেটার প্রেক্ষিতেই তুমুল চটে যান

ঢোকাও, ওখান (অপর কান) দিয়ে বের করে তাকাও।” শুধু তাই নয়, ভারতীয় দলের কোচিং স্টাফদের নিয়েও প্রশ্ন তোলেন গাভাসকর। স্টার স্পোর্টসে তিনি বলেন, “আপনাদের কোচিং স্টাফ কী করছিল? বোলিং কোচ (মর্নি মর্কেল), ব্যাটিং কোচ (অভিষেক নায়ায়) (কী করছিল)? নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪৬ রানে অল-আউট হয়ে গিয়েছিলাম, পরের ম্যাচগুলিতেও হেরে গিয়েছিলাম আমরা। সেখানে আমাদের ব্যাটিংয়ে কোনও দম দেখা যায়নি। এখানেও (অস্ট্রেলিয়ায়) সেটাই হল। তো প্রশ্ন হলো উচিত যে বাই, তেমনটা কী করলে? উন্নতি কেন দেখা যাচ্ছে না? তুমি বলো যে এত ভালো বল ছিল যে আমাদের ব্যাটাররা সেটা সাফল্যে পেরেন। সেটা ঠিক আছে।” কিন্তু নিউজিল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়া সিরিজে সেরকম পরিস্থিতি বেশি তৈরি হয়নি বলে উম্মাপ্রকাশ করেন গাভাসকর। অর্থাৎ খুব যে দুর্দান্ত বলে ব্যাটাররা আউট হয়ে গিয়েছেন, সেটা নয়। ভারতীয় কোচিং স্টাফদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে গাভাসকর প্রশ্ন করেন, কীভাবে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং উন্নত করতে পারবেন? তিনি সাফ জানিয়ে দেন যে এই প্রোডাউন দিয়ে কিছু হবে না।

এক দশক পর বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি হাতছাড়া ভারতের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অভির



সিডনি, ৫ জানুয়ারিঃ একবার্কা আক্ষেপ, একবার্কা স্বস্তি ভারত-অস্ট্রেলিয়া দুই শিবিরের দুই চিত্র। যদি মহম্মদ সামি থাকতেন? বুমরা যদি সিডনিতে চোট না পেতেন? দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং যদি আরও একটু ভালো হত। এরকম নানা আক্ষেপ ভারতীয় শিবিরে। অস্ট্রেলিয়ার প্রাপ্তি অনেক। বিশেষ করে বলতে হয় প্যাট কামিন্সের কথা। ক্যাপ্টেন হিসেবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন, ওরান ডে বিশ্বকাপে। আক্ষেপ ছিল বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি জয়। প্রেয়ার এবং ক্যাপ্টেন, আক্ষেপ পূরণ হল

প্যাট কামিন্সের। সিডনিতে ৬ উইকেটে জয়। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সিরিজের ফল ৩-১। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ফাইনালিস্ট হিসেবে জয়গা করে নিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তাদের প্রতিপক্ষও ঠিক হয়ে গেল। লর্ডসে দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। সিডনিতে টেস্ট, সিরিজ এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল নিশ্চিত করতে ১৬২ রান প্রয়োজন ছিল অস্ট্রেলিয়ার। প্রথম সেশনে ভারত অনবদ্য বোলিং করলেও এত কম রানের পুঁজি নিয়ে লড়াইরুই শুধু

হল। জসপ্রীত বুমরাকে দ্বিতীয় ইনিংসে না পাওয়াটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায় ভারতের কাছে। বোর্ডে কম রানের পুঁজি থাকলেও প্রসিধ কৃষ্ণর সৌজন্যে দ্রুত তিন উইকেট তুলে নিয়েছিল ভারত। কোহলির ক্যাপ্টেন্সিও ভরসা দিচ্ছিল। লাক্শের পর উসমান খোয়াজার উইকেট। কিন্তু বুমরার অনুপস্থিতি বারবার ধরা পড়েছে। ট্রাভিস হেড এবং বিউ ওয়েবস্টারের অপরাজিত জুটি ম্যাচ এবং সিরিজ নিশ্চিত করে। শুধু থেকে প্রসিধ কৃষ্ণ, মহম্মদ সিরাজ এবং নীতীশ রেড্ডিকে দিয়ে বোলিং করানো হয়। ওয়াশিংটনকে

বোলিংয়ে আনা হয়, তখন আর ১১ রান বাকি। অভিষেক ম্যাচ খেলতে নামা বিউ ওয়েবস্টার বাউন্ডারি মেরে ম্যাচ ফিনিশ করেন। পার্থে সিরিজের প্রথম ম্যাচে হারা। পিছিয়ে পড়েও পাঁচ ম্যাচের সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে জিতল অস্ট্রেলিয়া। এক দশক পর বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি হাতছাড়া ভারতের। ২০১৫ সালে শেষ বার অস্ট্রেলিয়ার কাছে টেস্ট সিরিজ হেরেছিল ভারত। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের পর অস্ট্রেলিয়া। পরপর সিরিজ হারে ভারতীয় শিবিরে একবার্কা প্রশ্ন তুলে দিল।

ভারত খেলতে না যাওয়ায় পাক বোর্ডের ভাঁড়ারে ঢুকছে আরও টাকা



ইসলামাবাদ, ৫ জানুয়ারিঃ ভারতের সিদ্ধান্তে লক্ষ্মীলাভ হয়েছে পাকিস্তানের। তারা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের দায়িত্ব পেলেও ভারত সে দেশে খেলতে যাচ্ছে না। ভারতের সব ম্যাচ হবে দুবাইয়ে। তার ফলে আরও আর্থিক লাভ হবে পাকিস্তানের। ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি বাড়তি টাকাও পাবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। গ্রুপ পরে ভারতের তিনটি খেলা দুবাইয়ে হবে। একটি সেমিফাইনালও সেখানে হবে। ভারত যদি ফাইনালে ওঠে তা হলে সেই খেলাও দুবাইয়েই হবে। পাক ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, দুবাইয়ের মাঠে টিকিট বিক্রির ৫০ শতাংশ টাকা তাঁরা পাবেন। তিনি বলেন, “আমিরশাহি ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে এই চুক্তি শেষ পর্যায় রয়েছে। দুবাই ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ২৫ হাজারের বেশি দর্শকসন রয়েছে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ তো বটেই, ভারতের বাকি ম্যাচেও সব টিকিট বিক্রি হয়ে যাবে। টিকিট বিক্রির অর্ধেক টাকা পাকিস্তান বোর্ড পাবে।” ভারতের আপত্তির পরে এক সময় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজন ঘিরে সংশয় দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই সমস্যা মেটে। আইসিসির প্রস্তাব অনুযায়ী ‘হাইব্রিড’ মডেল মেনে নেয় পাকিস্তান। অর্থাৎ, ভারত সে দেশে খেলবে না। বাকি দলগুলি পাকিস্তানেই খেলবে। অবশ্য পরবর্তীতে ভারতে আইসিসি প্রতিযোগিতা হলে পাকিস্তানও খেলতে আসবে না। তারাও নিরপেক্ষ দেশে খেলবে বলে জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি। ভারত খেলতে না যাওয়ায় ক্ষতিপূরণ পেয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। যেহেতু তারা প্রতিযোগিতার আয়োজক তাই দুবাইয়েও ম্যাচের আয়োজন তাদেরই করতে হবে। সেই কারণে, আইসিসি আলাদা করে টাকা দিয়েছে পাকিস্তানকে। তার পরে এ বার টিকিট বিক্রি থেকেও বাড়তি টাকা পেতে চলেছে পাকিস্তান। ফলে জোড়া আর্থিক লাভ হচ্ছে মহশিন নকবির নেতৃত্বাধীন বোর্ডের।

ডার্বির আগে বিরল দৃশ্য! পাশাপাশি মাঠে মহড়া ময়দানের দুই প্রধানের



প্র্যাকটিস করছেন সৌভিক, দিয়ামান্তাকোসরা। তখন ঠিক পাশের মাঠেই ফিট হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন দুই সবুজ-মেরুন তারকা। সোমবার ঘরের মাঠে মুম্বই সিটির সঙ্গে দ্বৈরথ। জোর কদমে প্রস্তুতি চলে অস্কার ব্রজের দলের। সৌভিক চক্রবর্তীর চোট নিয়ে আশঙ্কা থাকলেও পুরোদমে অনুশীলন করছেন তিনি। তৈরি আনোয়ার, চুহনুন্স। যুবভারতীতে একদিকে যখন লাল-হলুদ বাহিনী অনুশীলন করছেন, তখন ঠিক পাশের মাঠেই দেখা গেল দুই সবুজ-মেরুন তারকাকে। তাঁরা হলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস ও গ্রেগ স্টুয়ার্ট। দুজনেই চোটের জন্য মাঠে নামতে পারছেন না। স্টুয়ার্ট দীর্ঘদিন ধরেই মাঠের বাইরে। পাঞ্জাব ও হায়দরাবাদের ম্যাচে পেত্রাতোসকে বাদ দিয়েই নামতে হয়েছিল মোলিনার দলকে। তাতে অবশ্য দুটি ম্যাচ জিততেই অসুবিধা হয়নি। তবে ডার্বির আগে চলছে তাঁদের জোর কদমে ফিট হওয়ার প্রস্তুতি। সেটাই ধরা পড়ল এদিনের অনুশীলনে। ডার্বির আগে মোহনবাগানের কোনও ম্যাচ হেই। মোলিনা এদিন ছুটি দিয়েছিলেন সবুজ-মেরুন ফুটবলারদের। ব্যতিক্রম শুধু দুই তারকা। তাই একদিকে যখন মুম্বই ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল, তখন পাশের মাঠেই সহকারী কোচদের অধীনে চলছে স্টুয়ার্ট-পেত্রাতোসের সুস্থ হওয়ার কাজ।

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জানুয়ারিঃ আইএসএলের ফিরতি ডার্বির আর এক সপ্তাহও বাকি নেই। লিগ শীর্ষে মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গল রয়েছে একাদশতম স্থানে। লাল-হলুদকে অবশ্য বড় ম্যাচের আগে মুম্বইয়ের সঙ্গে মোকাবিলায় নামতে হবে। তার আগে অনুশীলনে দেখা গেল বিরল দৃশ্য। যুবভারতীতে যখন প্র্যাকটিস করছেন সৌভিক, দিয়ামান্তাকোসরা। তখন ঠিক পাশের মাঠেই ফিট হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন দুই সবুজ-মেরুন তারকা। সোমবার ঘরের মাঠে মুম্বই সিটির সঙ্গে দ্বৈরথ। জোর কদমে প্রস্তুতি চলে অস্কার ব্রজের দলের। সৌভিক চক্রবর্তীর চোট নিয়ে আশঙ্কা থাকলেও পুরোদমে অনুশীলন করছেন তিনি। তৈরি আনোয়ার, চুহনুন্স। যুবভারতীতে একদিকে যখন লাল-হলুদ বাহিনী অনুশীলন করছেন, তখন ঠিক পাশের মাঠেই দেখা গেল দুই সবুজ-মেরুন তারকাকে। তাঁরা হলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস ও গ্রেগ স্টুয়ার্ট। দুজনেই চোটের জন্য মাঠে নামতে পারছেন না। স্টুয়ার্ট দীর্ঘদিন ধরেই মাঠের বাইরে। পাঞ্জাব ও হায়দরাবাদের ম্যাচে পেত্রাতোসকে বাদ দিয়েই নামতে হয়েছিল মোলিনার দলকে। তাতে অবশ্য দুটি ম্যাচ জিততেই অসুবিধা হয়নি। তবে ডার্বির আগে চলছে তাঁদের জোর কদমে ফিট হওয়ার প্রস্তুতি। সেটাই ধরা পড়ল এদিনের অনুশীলনে। ডার্বির আগে মোহনবাগানের কোনও ম্যাচ হেই। মোলিনা এদিন ছুটি দিয়েছিলেন সবুজ-মেরুন ফুটবলারদের। ব্যতিক্রম শুধু দুই তারকা। তাই একদিকে যখন মুম্বই ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল, তখন পাশের মাঠেই সহকারী কোচদের অধীনে চলছে স্টুয়ার্ট-পেত্রাতোসের সুস্থ হওয়ার কাজ।

এমন উদ্ভট পেনাল্টি আর্সেনালের কেউ আগে কখনো দেখেনি

লন্ডন, ৫ জানুয়ারিঃ এক পেনাল্টি এতটাই বিতর্ক ছড়িয়েছে যে জনমত জানতে পোল খুলেছে বিবিসি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটির প্রশ্ন-এটা কি পেনাল্টি ছিল? তাতে দুপুর ১টা পর্যন্ত ৫৪ শতাংশ ‘না’ ভোট পড়েছে। আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতাও বলেছেন, এমন উদ্ভট পেনাল্টি তিনি জীবনে দেখেননি। কোচ যখন এ ধরনের কথা বলেছেন, তখন ম্যাচের ফলও নিশ্চয় আঁচ করতে পারছেন! গত রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ব্রাইটনের মাঠে ১৬ মিনিটে ইখান এনওয়ানেরির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আর্সেনাল। কিন্তু ৬১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল খেয়ে ১-১ সমতা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে গানারদের। আরতেতার দল এখনো পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে থাকলেও শীর্ষে থাকা লিভারপুলের সঙ্গে ব্যবধান ৩-এ নামিয়ে আনার সুযোগ হারিয়েছে। ১৮ ম্যাচে লিভারপুলের পয়েন্ট ৪৫ দুই ম্যাচ বেশি খেলে আর্সেনালের পয়েন্ট ৪০। অ্যামেক্স স্টেডিয়ামে তখন ম্যাচে ৬০তম মিনিট চলছিল। নিজেদের বল বলে আসতে দেখে তা হেডে বিপদমুক্ত করার চেষ্টা করেন আর্সেনালের ফরাসি সেন্টারব্যাক উইলিয়াম সালিবা। কিন্তু দুর্ঘটনাবশত সালিবার মাথার সঙ্গে

ব্রাইটনের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড জোয়াও পেদ্রের মাথার সংঘর্ষ হয়। জোর ধাক্কা খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন পেদ্রো। সঙ্গে সঙ্গে নোটিফির বাঁশ বাজান রেফারি অ্যান্থনি টেলার।



‘আহত’ পেদ্রোই বিতর্কিত স্পট কিক থেকে গোল করে সমতা আনেন। আরতেতার দাবি, পেদ্রো সনে সালিবার সংঘর্ষটা দুর্ঘটনাবশত হয়েছে কি না। সবাই বলেছে দেখেনি। এ ধরনের ঘটনা আমাদের কাছে একেবারেই নতুন।” সাধারণত এ ধরনের ঘটনায় সিদ্ধান্ত জানানোর

এমনটা আগে কখনো দেখিনি, আবার ক্যারিয়ারে তো নয়ই। আমি ছেলেদের বিজ্ঞেস করেছিলাম তারা দেখেছে কি না। সবাই বলেছে দেখেনি। এ ধরনের ঘটনা আমাদের কাছে একেবারেই নতুন।” সাধারণত এ ধরনের ঘটনায় সিদ্ধান্ত জানানোর

আগে রেফারি ভিএআর যাচাই করে নেন। কিন্তু আরতেতার দাবি, রেফারি টেলার মাত্র ৩ সেকেন্ড সময় নিয়েই পেনাল্টির বাঁশ বাজিয়েছেন, “আমি নিজেও চেক করেছি। কিন্তু তারা ৩ সেকেন্ড পরেই বলল, ভিএআর চেক করা হয়ে গেছে। আমার মনে হয়েছে, সবকিছু তারা দ্রুত করে ফেলেছে।” আরতেতা হতাশ হলেও ব্রাইটন কোচ ফাবিয়ান হুরজেলারের দাবি, রেফারির সিদ্ধান্তই সঠিক, “এটা স্পষ্ট পেনাল্টি ছিল। মাথার সঙ্গে মাথার সংঘর্ষ হয়েছিল। কিন্তু শরীরের অন্য অংশ দিয়েও যদি ধাক্কা দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সবাই বলবে এটা পেনাল্টি। জোয়াও পেদ্রো বলে আগেই মাথা ছুইয়েছিল, সালিবা অনেক পরে এসেছে।” বিবিসির ফুটবল বিষয়ক অনুষ্ঠান ‘ম্যাচ অব দ্য ডে’-এর আলোচকেরা অবশ্য আর্সেনালের পক্ষ নিয়েছেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক গ্যারি লিনেকার বলেছেন, “স্পষ্ট দেখা গেছে, সালিবা হেড করতে চেয়েছিল। দুর্ঘটনাবশত মাথার সংঘর্ষের কারণে পেনাল্টি দেওয়া হয়, এমনটা কখনো দেখিনি।” ড্যানি মার্ফি বলেছেন, “সংঘর্ষের আগে ওরা দুজাই বলে হেড করেছিল। এর মানে, তারা বলের জন্য ছুটছিল। কিন্তু (দুর্ঘটনাবশত) একই সময়ে হেড করেছি।”

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৭ বর্ষ ● দ্বিতীয় সংখ্যা ● ১ জানুয়ারি ২০২৫

brain

spinal cord

naartheer

অসুখ

● ক্যান্সার বা টিউমার যেখানে রেডিয়েশন চিকিৎসার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

● ল্যারিংজ বা কণ্ঠনালীর ক্যান্সার

● গলব্লাডার ও প্যানক্রিয়াস ক্যান্সার

● হার্টের অসুখ মানেই জীবন শেষ নয়

● হাইপারটেনশন ও কিডনি ডিজিজ

● ফেসিয়াল নার্ভের অসাড়া

● স্নায়ুকেন্দ্রে আঘাত

● স্নায়ু বৃদ্ধে মৃগী রোগ

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নন্দর কর্তৃক সতাব্ধি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ ইইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স সেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ ইইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নন্দর
Printed & Published by Alok Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Profulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Alok Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com